জ্ঞানের কথা

[illegible]টক - শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানের কথা

(দশম সংস্করণ)

ভূ-পর্য্যটক
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এক টাকা

প্রথম সংস্করণ—	ডিসেম্বর,	১৯৪৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—	”	১৯৪৬
তৃতীয় সংস্করণ—	অক্টোবর,	১৯৪৮
চতুর্থ সংস্করণ—	”	১৯৪৯
পঞ্চম সংস্করণ—	জানুয়ারী,	১৯৫১
ষষ্ঠ সংস্করণ—	অক্টোবর,	১৯৫১
সপ্তম সংস্করণ—	জানুয়ারী,	১৯৫২
অষ্টম সংস্করণ—	”	১৯৫৩
নবম সংস্করণ—	”	১৯৫৪
দশম সংস্করণ—	”	১৯৫৫

—প্রাপ্তিস্থান—

১। গ্রন্থকার, ১৮৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

প্রকাশক—**শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**
১৮৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—**শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ**
অন্নপূর্ণা প্রেস, ৩৩।এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬

ভূমিকা

অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাধারণ জ্ঞানের বই অনেকগুলি থাকা সত্ত্বেও আমি এই বইখানা প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। বহু নূতন সংবাদ ও তুলনামূলক আলোচনা এই বইখানার বিশেষত্ব। অন্যান্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী কেবলই পশ্চাৎপদ হইতেছে—এমন কথা আজকাল বহু বাঙ্গালী নেতৃস্থানীয়দের মুখেও শুনা যায়। কিন্তু আমাদের অবস্থা যে অন্যান্যের তুলনায় মোটেই নৈরাশ্যজনক নয়, বরং অনেক বিষয়েই যে ভারতে আমরা এখনও পুরোভাগে আছি, তাহা এই বইখানা পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে। তাহা জানিয়া জীবনের প্রথম হইতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা আরও উৎসাহিত হউক, আরও বড় হইবার ইচ্ছা তাহাদের দুর্বার হইয়া উঠুক।

জানুয়ারী, '৪৫
কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

জ্ঞানের কথা

পৃথিবী, ভারত ও পাকিস্তান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রশ্ন

১। আমাদের এই পৃথিবী কয়টি মহাদেশ লইয়া গঠিত ও মহাদেশগুলির নাম কি কি ?

—সাতটি। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এণ্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মহাদেশ।

২। কোন্ মহাদেশটির জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ?

—এশিয়া মহাদেশের।

৩। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে কোন্ দেশটির জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ?

—চীন দেশের (১৯৫৪ সনে—৫৭½ কোটি)।

৪। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনতা হইতে কবে স্বাধীন হয় ?

—১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট।

৫। ভারতবর্ষ কবে বিভক্ত হয় ?

—স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট।

৬। কয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় ?

—দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রে।

৭। ঐ স্বাধীন রাষ্ট্র দুইটির নাম কি কি ?
—ভারত ও পাকিস্তান।

৮। ভারতের লোকসংখ্যা কত ?
—৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ (১৯৫১)
(কাশ্মীর ও পার্ব্বত্য জাতি সহ ৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ)
(পুরুষ—১৮ কোটি ৩৪ লক্ষ, স্ত্রী—১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ)

৯। —পাকিস্তানের লোকসংখ্যা কত ?
—৭ কোটি ৮৬ লক্ষ (১৯৫১)

১০। ভারত বর্ত্তমানে কয়টি প্রদেশে বিভক্ত ?
—১০টি গভর্ণর শাসিত ও ১২টি কমিশনার শাসিত প্রদেশে। এতদ্ব্যতীত ৬টি দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন ও ৩টি দেশীয় রাজ্যও ভারতে আছে।

১১। পাকিস্তান কয়টি প্রদেশে বিভক্ত ?
—৪টি গভর্ণর শাসিত ও ১টি কমিশনার শাসিত প্রদেশে।

১২। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কয়টি জেলায় বিভক্ত ?
—১৫টি জেলায়।

১৩। পূর্ব্ব পাকিস্তান কয়টি জেলায় বিভক্ত ?
—১৭টি জেলায়।

১৪। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা কত ?
—২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৮৩ (পুরুষ—১,৩৩,১৯,৯৪১, স্ত্রী—১,১৪,৬৬,৭৪২)।
(১৯৩১ এবং ১৯৫১ সনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ৪০·৩৩)

১৫। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা কত ?
—৪ কোটি ২১ লক্ষ ১৯ হাজার।

১৬। ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের আয়তন কত?
—ভারত—১১ লক্ষ, ৭৬ হাজার বর্গমাইল, পশ্চিমবঙ্গ—২৯,৫৩২ বর্গমাইল।
—পূর্ব্ব পাকিস্তান—৫৩,৮২৮ বর্গমাইল।

১৭। পাকিস্তান ও ভারতে গ্রামের সর্ব্বমোট সংখ্যা কত?
—৬ লক্ষ ৯০ হাজার।

১৮। ভারতে গ্রামের সংখ্যা কত?
—৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৯ (সহর—৩০১৮)।

১৯। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে গ্রামের মোট সংখ্যা কত?
—৯০ হাজার।

২০। ভারতের রাজধানী কোথায়?
—নূতন দিল্লীতে।

২১। পাকিস্তানের রাজধানী কোন্‌টি?
—করাচী।

২২। স্বাধীন ভারতে প্রথম গভর্ণর জেনারেল কে হন?
লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন।

২৩। স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল কে?
শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী।

২৪। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট কে?
—ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

২৫। পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কে হন?
—মোহম্মদ আলী জিন্না।

২৬। পাকিস্তানের বর্ত্তমান গভর্ণর জেনারেল কে?
—জনাব গোলাম মোহম্মদ।

২৭। ভারতের প্রথম ও বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী কে ?
—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

২৮। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ?
—লিয়াকত আলী খান।

২৯। পাকিস্তানের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী কে ?
—জনাব মোহম্মদ আলী।

৩০। পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা কি ?
—বাংলা ভাষা।

৩১। ভারত ও পাকিস্তানের ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি ?
—বাংলা ভাষা।

৩২। পৃথিবীর প্রধান পনেরোটি ভাষার মধ্যে ভারতীয় কোন্ কোন্ ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয় ?
—বাংলা ভাষা।

৩৩। ইউরোপের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়ানো হয় কি ?
—হাঁ, বিলাতের অক্সফোর্ড ও পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে।

৩৪। কাঁহার জন্য আমাদের বাংলা ভাষা দেশে বিদেশে বিশেষ আদৃত হইল ?
—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য।

৩৫। কাঁহার জন্য পৃথিবীর সুধী সমাজে আমাদের দেশ প্রথম সম্মানিত হইল ?
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য। ১৯১৩ সনের সাহিত্যের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান "নোবেল প্রাইজ" তিনি পাইলে বিদেশে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি পায়।

৩৬। বাঙ্গালী কোন্ কোন্ লেখকের লেখা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

৩৭। বাঙ্গালী কোন্ বৈজ্ঞানিক বিলাতের বিজ্ঞানী সমাজে প্রথম সম্বর্দ্ধিত হন?

—জগদীশচন্দ্র বসু।

গাছ-গাছড়ারও যে প্রাণ আছে, মানুষের মত তাহাদেরও যে বোধশক্তি আছে, তাহা তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবিষ্কার করেন।

৩৮। ভারতে বর্ত্তমানে কি বাঙ্গালী প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে?

—না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী প্রাধান্য যে ভারতবর্ষে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই পাওয়া যায়।

— ১৯৫৫ সনে —

ভারতের প্রধান বিচারপতি—শ্রীবিজন বিহারী মুখোপাধ্যায়

" কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল—শ্রী এ, কে, চন্দ

" ইলেক্‌সন্ কমিশনার—শ্রীসুকুমার সেন

" এয়ার মার্শাল—শ্রীসুব্রত মুখার্জ্জী

" নৌ-বাহিনীর প্রধান ভারতীয় কর্ম্মচারী—শ্রী এ, চক্রবর্ত্তী

" পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের সেক্রেটারী—শ্রীদেবেশ দাশ

ভারত সরকারের স্থল-বাহিনীর প্রধানগণের মধ্যেও বাঙ্গালী রহিয়াছে, যেমন—মেঃ জেঃ জে, এন, চৌধুরী, মেঃ জেঃ এ, এ, রুদ্র, মেঃ জেঃ রায়।

ভারত সরকারের সামরিক হিসাবনিকাশ বিভাগেও বাঙ্গালীর প্রাধান্য রহিয়াছে।

ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের মোট ৮ জন বিচারকের মধ্যে তিন-জনই বাঙ্গালী—(১) শ্রীসুধীররঞ্জন দাশ, (২) শ্রীভিভিয়ান বোস, (৩) শ্রীবিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ভারত সরকার যে জাতীয় আয়-অনুসন্ধান-কমিশন গঠন করিয়াছেন, তাহার সভাপতিও একজন বাঙ্গালী—শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ।

ভারত সরকার যে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'অর্থ-কমিশন' গঠন করিয়াছেন, সেই কমিশনের এবং সিন্ধ্রী সার-উৎপাদন কারখানার (ভারতে একমাত্র এবং এশিয়ায় বৃহত্তম) পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি—শ্রী কে, সি, নিয়োগী।

ভারত সরকার (১৯৫১-৫২)

১। অর্থ বিভাগ জয়েণ্ট সেক্রেটারী —পি সি ভট্টাচার্য্য।
২। „ „ „ —এ কে রায়।
৩। সামরিক „ „ —বি বি ঘোষ।
৪। পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎ „ „ —ডি এল মজুমদার।
৫। বাণিজ্য „ „ —ইউ এল মজুমদার।
৬। বৈদেশিক „ সেক্রেটারী —সুবিমল দত্ত।
৭। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ—পরামর্শদাতা —এন পি চক্রবর্ত্তী।
৮। আবহাওয়াতত্ত্ব বিভাগ—ডিরেক্টর জেনারেল—এস কে ব্যানার্জ্জী।
৯। বেতার „ „ —পি সি চৌধুরী।
১০। পুনর্ব্বসতি ও কর্ম্মসংস্থান বিভাগ—ডিরেক্টর জেনারেল—এন দাস।

১১। Commercial Intelligence বিভাগ } ডিরেক্টর—জে এন ঘোষ।

১২। কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা বিভাগ " —বি সি কুণ্ডু।

১৩। স্বাস্থ্য বিভাগ ডেপুটি " —দাসগুপ্ত।

১৪। বিদেশী ভাষা বিভাগের (সামরিক) " —পি এন ব্যানার্জ্জী।

১৫। শিল্প-সংখ্যা " " —হরিচরণ ঘোষ।

১৬। পুনর্ব্বাসন দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী —এ বি চাটার্জ্জী।

১৭। সংবাদপত্র বিষয়ক প্রধান পরামর্শদাতা —উষানাথ সেন।

১৮। অসামরিক বিমান পরিবহন বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টর জেনারেল—শ্রী ডি চক্রবর্ত্তী।

১৯। শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী —শ্রীহুমায়ুন কবীর।

প্রদেশগুলির দিকে তাকাইলে (১৯৫১-৫২ সনে) দেখা যায়—

১। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার —শ্রী ডি আর ভট্টাচার্য্য।

২। যুক্তপ্রদেশের পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল—শ্রী পি, বি লাহিড়ী।

৩। " শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর—শ্রী এস কে ঘোষ।

৪। উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—শ্রী বীরকিশোর রায়।

৫। " সরকারের চিফ সেক্রেটারী —শ্রী বি মুখার্জ্জী।

৬। জয়পুরের প্রধান বিচারপতি ও শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারক কমিটির সভাপতি—শ্রী শরৎকুমার ঘোষ।

৭। বিহারের একাউন্টেন্ট জেনারেল —শ্রী সি সি ব্যানার্জ্জী।

৮। আসাম সরকারের শিল্প সংক্রান্ত

প্রধান পরামর্শদাতা—শ্রী ডি পি গুহ।

৯। " " পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল

—শ্রী কে আর চৌধুরী।

১০। " " ডেপুটি " " —শ্রী ডি সি দত্ত।

আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, সংযুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গার উচ্চতম শিক্ষালয় বা বিচারালয়গুলিতে বাঙ্গালী অধ্যাপক বা উকিল, ব্যারিষ্টারের প্রাধান্য এখনও রহিয়াছে।

ভারতে বিজ্ঞান অনুশীলনে বাঙ্গালী এখনও পুরোভাগে রহিয়াছে। ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ, প্রোঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ পৃথিবী-বিখ্যাত এমন একদল বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ বাঙ্গালা ভিন্ন আর কোন প্রদেশেই দেখা যায় না।

সর্ব্বভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস, ইতিহাস-কংগ্রেস এবং মেডিক্যাল-কংগ্রেসেও বাঙ্গালীর প্রাধান্য সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

ডাক্তার হিসাবে আমাদের বিধানচন্দ্র রায়ের নাম ও যশ সারা ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

ঐতিহাসিক হিসাবে স্যার যদুনাথ সরকার ভারত বিখ্যাত।

চিত্রশিল্পে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু ও ভাস্কর্য্যে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সমকক্ষ বর্ত্তমান ভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ।

নৃত্যশিল্পে উদয়শঙ্করের নাম পৃথিবী বিখ্যাত।

সাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রতিভা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। বাংলাভাষা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। আর বাঙ্গালীর রচিত সঙ্গীতই স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে (রাজনীতি) বাঙ্গালী চিরকালই অগ্রণী ছিল। বিপ্লবী যুগে গুলি খাইয়াছে, ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছে বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায়ই ত আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ গড়িয়া উঠে, সারা ভারতে বিদ্রোহ বহ্নি ছড়াইয়া পড়ে, যে বিদ্রোহী ভারতের রূপ দেখিয়া ইংরাজ সরকার ভারতের স্বাধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইল।

বর্ত্তমানে ভারতীয় পার্লামেণ্টে কংগ্রেস বা সরকার বিরোধী শক্তি সমূহের নেতৃত্বও করে বাঙ্গালী।

দেশের শ্রমিক-আন্দোলনেও ত বাঙ্গালীর প্রাধান্য দেখিতে পাই।

সমাজ সেবায়ও বাঙ্গালীদের মত এমন উচ্চ শিক্ষিত সমাজসেবী সন্ন্যাসীর দল ভারতের আর কোন প্রদেশে দেখা যায় না।

ভারতে দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়
কি ও কোথায়

১। বাংলা দেশে দেখিবার মত এমন কি আছে, যাহার তুলনা ভারতের আর কোথাও নাই, সারা এশিয়া মহাদেশেও নাই, এমন কি ইউরোপের প্রধান অংশেও নাই ?

—কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার উপরে নূতন পুলটি। পুলের দুইধারে পায়ে চলার পথ, আর মাঝখানে দুইটি ট্রামগাড়ী যাতায়াতের লাইন। লাইনের উভয় পার্শ্বে মোটর চলার পথ, তারপর গরুর গাড়ী বা রিক্সা যাওয়ার রাস্তা। পুলের নীচ দিয়া ষ্টিমার যাতায়াত করে।

২। ভারতে এমন আরও কি আছে, যাহার তুলনা এশিয়া বা ইউরোপে নাই, এমন কি পৃথিবীর আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না ?

—দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যের রাজধানী মহীশূর সহর হইতে মাইল দশেক দূরে অবস্থিত কৃষ্ণরাজাসাগর নামক একটি হ্রদের তীরে বৃন্দাবন নামক একটি বাগান। বাগানে অসংখ্য ফোয়ারা, আর বিচিত্র আলোকমালা এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ। বাগানটি তৈয়ারী আরম্ভ হয় ১৯১১ সনে, আর শেষ হয় ১৯৩৫ সনে।

৩। বর্ত্তমানে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মন্দির কোন্‌টি ?

—নয়া দিল্লীতে অবস্থিত শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা প্রতিষ্ঠিত ৺লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। মন্দিরটির মধ্যে মার্ব্বেলে তৈয়ারী মানুষের মত উচ্চাকৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরটির সংলগ্ন বামে ও দক্ষিণে গীতা-মন্দির

ও বৌদ্ধ-মন্দির। মন্দির-গাত্রে মূর্ত্তি ও চিত্রশিল্পে গীতা-কাহিনী ও বুদ্ধদেবের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে।

আমাদের হাওড়ার উপকণ্ঠে বেলুড়ে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত নূতন মঠটিও চিত্তাকর্ষক ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। ভারতবর্ষের রিলিফ-ম্যাপ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কোন্‌টি ও কোথায়?

—হিন্দুতীর্থক্ষেত্র বারাণসীতে (কাশী) শিবপ্রসাদ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ভারতমাতা-মন্দিরের অন্তর্গত ভারতবর্ষের রিলিফ ম্যাপ। এত বড় ও এত সুন্দর ভারতের মানচিত্র আর কোথাও নাই। মন্দিরটির অভ্যন্তর ভাগের মেজেতে মানচিত্রটি তৈয়ারী হইয়াছে। পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, বন-উপবন, এমন কি বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চতাও ম্যাপটি দেখিয়া বুঝা যায়। পাহাড়-পর্ব্বতের বিভিন্ন শৃঙ্গের মধ্যে উচ্চতায় প্রভেদ বুঝিবার জন্য মেঝের নীচ হইতে লক্ষ্য করিবার বন্দোবস্ত আছে। অবশ্য উচ্চতা সম্বন্ধে লেখাও রহিয়াছে।

৫। আমাদের দেশে এমন সুন্দর বাগান কোথায় ও কতগুলি আছে, যাহাদের তুলনা পৃথিবীর যে কোন সুন্দর বাগানের সঙ্গে করা যাইতে পারে?

—(১) বৃন্দাবন (কৃষ্ণরাজাসাগর, মহীশূর)

—(২) কুব্বন পার্ক (ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর)

—(৪) হ্যাঙ্গিং গার্ডেন (মালাবার হিল, বোম্বে)

—(৫) পাব্লিক গার্ডেন (আজমীঢ়)

তিন ও ছয় নম্বর বাগান সাজাহানের তৈয়ারী। তাঁহার মৃত্যুর পর শতাব্দীর পর শতাব্দীও পার হইল, কিন্তু তিনি যে শিল্প-সৌন্দর্য্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা আজও হয় না।

৬। সোনার তালগাছ কোথায় আছে ?

—হিন্দুতীর্থ বৃন্দাবনের প্রধান মন্দির-প্রাঙ্গণে। হাত দশেক বা আরও বেশী দীর্ঘ গাছটি। গাছটির সম্পূর্ণ অংশ সোনার পাতে মোড়ানো। ইহা একটি অরুণ-স্তম্ভ। দেখিতে অনেকটা তাল গাছের মত বলিয়াই ইহা ঐ নামে পরিচিত।

৭। ভারতে স্বর্ণমন্দির কোথায় আছে ?

পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অমৃতসর সহরে স্বর্ণমন্দির রহিয়াছে। একটি বড় পুকুরের মাঝখানে শিখদের একটি ধর্ম্মমন্দির 'গুরুদ্বার'। গুরুদ্বারের অভ্যন্তর ভাগের দেওয়ালগুলি স্বর্ণমণ্ডিত।

৮। ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও পুরাতন মন্দির কোন্‌টি ?

—রামেশ্বর মন্দির (মাদ্রাজ)।

ইহার আঙ্গিনা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ বলিয়া বিখ্যাত। মাদুরার ৺মীনাক্ষী মন্দিরটিও খুব বড়। ইহা পুরানো ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৯। আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় যাদুঘর কোথায় ?

—কলিকাতায়।

১০। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় চিড়িয়াখানা কোথায় ?

—কলিকাতায়। কিন্তু যোধপুরের (রাজপুতনা) চিড়িয়াখানাটি ছোট হইলেও নূতন ধরণের, সুন্দর ও আকর্ষণীয়। সেখানে বন্য জন্তুগুলিকে কোন বিশেষ দালানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। প্রতিটি পশুর জন্য একটি স্বাভাবিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে, যেমন সিংহ বা বাঘগুলিকে জলপূর্ণ পরিখা ঘেরা একটি খোলা জায়গায় রাখা হইয়াছে। কুমীরগুলির জন্য আঁকা-বাঁকা জলপূর্ণ নালা রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ-এর চিড়িয়াখানাটিও সুন্দর। সেখানেও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে।

১১। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা কে?
স্যার সৈয়দ আহম্মদ (তিনি যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ঐ বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্য স্যার সৈয়দ আহম্মদকেই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়)।

১২। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?
—মদনমোহন মালব্য।

১৩। ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিশ্ববিদ্যালয় কোন্‌টি?
—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪। কোন্ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে?
—১৮৫৭ সনে।

১৫। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বয়সে কে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছেন?
—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৬। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্ণধারগণের মধ্যে কাঁহার নাম ও যশ হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী?
—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের।

১৭। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় কে?
—ডন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া)।

১৮। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা কে?
—যো লুই (আমেরিকা)।

১৯। হকি খেলায় পৃথিবীতে কাহারা শ্রেষ্ঠ?
—আমরা ভারতীয়গণ। ১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৮ ও ১৯৫২

সন—এই পাঁচবার অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় আমরা ভারতীয়গণ জয়লাভ করিয়া এক অপূর্ব্ব কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছি।

২০। ১৯৪৮ সনে বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কেহ রেফারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন কি?
—হাঁ। ওয়াটার-পলো খেলায় রেফারী ছিলেন শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আর কোন খেলায় এসিয়াবাসী অন্য কেহ রেফারী ছিল না।

২১। কালাজ্বরের ঔষধ প্রথম আবিষ্কার করেন কে?
—ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

২২। আমাদের দেশে ফুটবল খেলায় শ্রেষ্ঠ কাহারা?
—বাঙ্গালী।

২৩। পদব্রজে ও সাইকেলে ভূ-পর্য্যটনের দুঃসাধ্য কার্য্যে কাহারা পথপ্রদর্শক?
—বাঙ্গালী।

২৪। সন্তরণে আমাদের দেশে কাহারা শ্রেষ্ঠ?
—বাঙ্গালী।

২৫। কাহার চেষ্টায় কলিকাতা কর্পোরেশন প্রথম গঠিত হয়?
—স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

২৬। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র কে হন?
—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

২৭। ভারতে বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কোন্‌টি?
—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

২৮। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

—এল্লেন হিউম।

২৯। কংগ্রেসের প্রথম নির্ব্বাচিত সভাপতি কে ?

—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩০। সর্ব্বাপেক্ষা কম বয়সে কংগ্রেসের সভাপতি কে হন ?

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

৩১। হিন্দুদের সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান কোন্‌টি ?

—অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা।

৩২। হিন্দু মহাসভার সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নেতা কে ?

—বিনায়ক দামোদর সাভারকর।

৩৩। পাকিস্তানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কোন্‌টি ?

—মুশ্লিম লীগ।

৩৪। পাকিস্তানের স্রষ্টা কে ?

—মোহম্মদ আলী জিন্না।

৩৫। আমাদের দেশে স্বর্ণখনি কোথায় আছে ?

—দক্ষিণ ভারতের মহীশূর রাজ্যে কোলার নামক স্থানে।

৩৬। আমাদের দেশে চা হয় কোথায় বেশী ?

—আসামে।

৩৭। আমাদের দেশে পেট্রোল পাওয়া যায় কোথায় ?

—আসামে।

৩৮। আমাদের দেশে কফি হয় কোথায় বেশী ?

—দক্ষিণ ভারতের মহীশূর রাজ্যে।

৩৯। কফি খায় কাহারা বেশী ?

—দক্ষিণ ভারতের লোক, আর ভারতের বাহিরে ইরান, তুরস্ক

প্রভৃতি ও বিলাত বাদে ইউরোপের সকল দেশের লোকই প্রধানতঃ কফি খায়।

৪০। চা ও কফিতে দুধ খায় না কাহারা?

—ইংরাজ ও ইংরাজী ভাষাভাষী লোক ও তাহাদের প্রভাবাধীন লোক ছাড়া পৃথিবীর আর কেহ দুধ মিশ্রিত চা ও কফি খায় না। চীন, জাপান, ইরান, তুরস্ক বা ইউরোপের জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইতালী রুশিয়া প্রভৃতি সকল দেশের লোকই দুধ ছাড়া চা বা কফি খায়।

৪১। আমাদের দেশে কয়লার খনি কোথায় বেশী?

—পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে (রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঝরিয়া প্রভৃতি যায়গায়)।

৪২। অভ্রখনি আমাদের দেশে কোথায় বেশী?

—বিহারে।

৪৩। আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লোহার কারখানা কোথায় ও উহার নাম কি?

—জামসেদপুর (বিহার), টাটার কারখানা।

৪৪। ভারতে জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা কোথায় স্থাপিত হইয়াছে?

—ভিজাগাপট্টমে (অন্ধ্র)।

৪৫। পাকিস্তানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সহর কোন্‌টি?

—করাচী।

৪৬। পাকিস্তানের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বন্দর কোন্‌টি?

—করাচী।

৪৭। বিমান তৈয়ারীর কারখানা আমাদের দেশে কোথায়?

—সম্পূর্ণ বিমান তৈয়ারীর কোন কারখানা আমাদের দেশে এতদিন

ছিল না, তবে বিদেশ হইতে কল-কব্জা আনিয়া বিমান তৈয়ারী করার কারখানা যে কয়টি স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মহীশূর রাজ্যের ব্যাঙ্গালোর সহরের উপকণ্ঠে যে কারখানাটি তৈয়ারী হইয়াছে, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই কারখানায় ১৯৫১ সনে বিদেশের সাহায্য ব্যতীত একটি সম্পূর্ণ বিমান তৈয়ারী হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এখানে বহু বিমান তৈয়ারী হইবে। ইহার নাম হিন্দুস্থান বিমান কারখানা।

৪৮। ভারতে তূলার চাষ হয় কোথায় বেশী ?

—মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে।

৪৯। পাট চাষ হয় বেশী কোথায় ?

—পূর্ব্ববঙ্গে (পূর্ব্ব পাকিস্তান)। (বর্ত্তমানে ভারতেও প্রচুর পাট চাষ আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিবাঙ্কুর, কোচিনেই বেশী পাট উৎপন্ন হইতেছে।)

৫০। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টি হয় কোথায় ?

—চেরাপুঞ্জি, আসাম।

৫১। কলিকাতা যে জায়গায় অবস্থিত, তাহার পূর্ব্ব নাম কি ছিল ?

—সূতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা (এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান কলিকাতা গড়িয়া উঠিয়াছে)।

ভারতের পরিচয়

আমাদের এই দেশ ভারত, ভারতবর্ষ, হিন্দুস্থান ও ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত। হিন্দু শব্দটি 'সিন্ধু'র অপভ্রংশ। সিন্ধু নদীর তীরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথম বসতি স্থাপন করেন। সেই আর্য্যধর্ম্ম কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম নামে পরিচিত হয়। হিন্দুধর্ম্ম নামে যখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পরিচয় লাভ করে, তখন এই ভারতবর্ষে আর কোন উল্লেখযোগ্য ধর্ম্ম ছিল না। আজকাল আমাদের দেশে বহু ধর্ম্মাবলম্বী থাকায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যুক্তির দিক হইতে ভুল। ঐতিহাসিক অর্থের দিক হইতে হিন্দুস্থানের যে কোন অধিবাসীই, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বৌদ্ধ হউক, প্রথমে হিন্দু। কিন্তু ভুল হইলেও অনেকদিন হইতেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই হিন্দু নামে পরিচিত। বর্ত্তমানে এই দেশের নাম 'ভারত' রাখা হইয়াছে।

ইংরাজদের ভারত জয়ের স্বপ্ন খানিকটা সফল হয় ১৬৯০ খৃঃ অব্দে। কারণ ঐ বৎসর বিলাতের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা অধিকার করে। তারপর ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশীর যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়। ইংরাজের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল, ভারত ইংরাজের অধীন হইল। ইংরাজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভারতবর্ষে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে। ইংরাজের বিরুদ্ধে আর একটি বিরাট সশস্ত্র ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের চেষ্টা হয় গত ১৯৪৪ সনে, এইবার অবশ্য ভারতবর্ষের বাহির হইতে। শেষোক্ত সশস্ত্র অভিযানের নেতা ছিলেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। সাহসিকতায় ও সংগঠনে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার প্রজ্বলিত বিদ্রোহ-বহ্নি ভারতবর্ষে যেভাবে প্রসার লাভ করিল, আর গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আহ্বানে জনগণ যেরূপ বিদ্রোহী

হইয়া উঠিল, সেই বিদ্রোহী ভারতবর্ষের পরিচয় পাইয়া বিলাতের ইংরাজ সরকার চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ভবিষ্যতের লাভ লোকসান হিসাব করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিল। স্বাধীনতা দানের পূর্ব্বে কূটবুদ্ধির সাহায্যে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত করিবার যে দুষ্ট প্রস্তাব ইংরাজ সরকার করিল, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত সফল হইল, অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারত বর্ষ বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বাধীন রাজ্যের রূপ গ্রহণ করিল। একটির নাম রহিল ভারত, আর অপরটির নাম হইল পাকিস্তান। কিন্তু এই দেশ বিভাগ উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশব্যাপী দেখা দিল। ইহাতে আমাদের ইতিহাস কলঙ্কিত হইয়া রহিল। কারণ দেশে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর মত মহাপুরুষকেও জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল।

ভারতবর্ষ (পাকিস্তান সমেত) পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম—২৫০০ মাইল, আর উত্তর হইতে দক্ষিণ ২০০০ মাইল।

ভারত ও পাকিস্তানে লোক-সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিলা— ময়মনসিংহ (পূর্ব্বপাকিস্তান), আর আয়তনে বড়—ভিজাগাপট্টম (অন্ধ্র, ভারত)।

ইংরাজ-আমলে অখণ্ড ভারতবর্ষে দেশীয় রাজা কর্তৃক শাসিত ছোট বড় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৫৬৫টি। এই রাজ্যগুলির মধ্যে দুই-চারিটি বাদে আর সকলগুলিই পড়িয়াছে ভারতে। বর্ত্তমানে এই রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে অর্থাৎ কতকগুলি দেশীয় রাজ্য সংলগ্ন প্রদেশগুলির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কয়েকটি কমিশনার-প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। বাকীগুলির মধ্যে

কাশ্মীর, মহীশূর ও হায়দরাবাদ—এই তিনটি বাদে আর সকলগুলি মিলিয়া ৬টি ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। ফলে দেশীয় রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা উন্নততর ও সহজ হইয়াছে। সামরিক, পররাষ্ট্র ও চলাচল বিষয়ে ঐ সকল ইউনিয়ন ও দেশীয় রাজ্য ভারত সরকারের অধীন হইলেও অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে।

লিখিতে, পড়িতে জানে এমন লোকের সংখ্যা সমগ্র ভারতের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, আর প্রদেশগুলির মধ্যে পশ্চিম বাংলাই এ-বিষয়ে নেতৃত্ব করে। কারণ, এখানকার শতকরা ছাব্বিশজনের মত লেখাপড়া জানে। কিন্তু ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে গড়ে শতকরা মাত্র পনেরো জনের মত লোকের মাতৃভাষায় অক্ষর-জ্ঞান আছে, আর ইংরাজীতে অক্ষর জ্ঞান আছে মাত্র শতকরা দুইজন বা তিনজন লোকের।

সকল প্রদেশের মধ্যে কুর্গে পুরুষের তুলনায় মেয়েমানুষের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম, হাজার পুরুষে মাত্র ৮২৯ জন মেয়ে। আর মণিপুরে মেয়েমানুষের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, হাজার পুরুষে ১০৩৪ জন মেয়ে। বাংলা দেশে আছে হাজার পুরুষে ৮৬১ জন মেয়ে। অন্যান্য প্রদেশে—উড়িষ্যায় হাজার পুরুষে ১০২৩ মেয়ে, মাদ্রাজে হাজার পুরুষে ১০০৪ মেয়ে। বাংলায় বিধবার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ২২৬ জন বিধবা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক হইতে—আসাম ও দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য প্রায় একই রকম সুন্দর। অবশ্য অনেকের মতে শেষোক্ত জায়গা বেশী সুন্দর। কারণ উত্তাল তরঙ্গময় সীমাহীন সমুদ্র, আর বৃক্ষরাজিসমন্বিত গগনচুম্বী পাহাড় থাকায় এখানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাশ্মীর প্রদেশ যে পৃথিবীর অন্যতম ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান—সে-বিষয়ে বোধ হয় কোন দ্বিমত নাই। কাশ্মীরের মত এত উঁচুতে বড় বড় হ্রদ, নদী ও জলপ্রপাত সমন্বিত ফলফুলে শোভিত এতবড় উপত্যকা আর কোথাও নাই বলিলেও চলে। কিন্তু কাশ্মীরে যে চিরবসন্ত বর্ত্তমান—সাধারণ্যে প্রচারিত এই কথাটি মোটেই সত্য নয়। কারণ, সেখানে শীতকালে বরফ পড়িয়া রাস্তাঘাট বন্ধ হইয়া যায়, মানুষের কষ্টের আর সীমা থাকে না। কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে সেখানে বরক থাকে না বা তেমন শীতও থাকে না, উপভোগ করার মত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

ভারতের বিভিন্ন শৈলাবাসের মধ্যে দার্জ্জিলিং ও শিলংএর নামই বেশী, তবে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক হইতে অনেকের নিকট শেষোক্ত সহরই প্রাধান্য পায় বেশী। শিলং হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত উঁচু পাহাড়শ্রেণীর উপর দিয়া যে পিচের রাস্তাটি রহিয়াছে, এইরূপ সুন্দর রাস্তা এত উঁচুতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতের সমুদ্র-উপকূল দীর্ঘ ও সুন্দর, কিন্তু এই দীর্ঘ উপকূলের মধ্যে পুরীর সমুদ্র-সৈকত অধিকাংশেরই নিকট বেশী আকর্ষণীয়। কারণ, এখানে যেমন উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের দৃশ্য সর্ব্বদা চোখে পড়ে, তেমনটি আর অন্য কোথাও বড় দেখা যায় না।

বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ—যাঁহাদের নাম আমাদের জানা উচিত, যাঁহাদের অনুসরণ করিলে জীবন ধন্য হইবে, দেশও উন্নত হইবে

১। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (জন্ম—১৮৮৪) (স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট)।

২। শ্রীজওহরলাল নেহেরু (জন্ম—১৮৮৯)

৩। ডঃ চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমণ (জন্ম—১৮৮৮)

[পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁহার দান আজ সর্ব্বজন-স্বীকৃত। বৈজ্ঞানিক অবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানে পৃথিবীর জ্ঞানী-সমাজে ভারতের মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।]

৪। ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (জন্ম—১৮৮৮)

[কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার। প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তিনি সমাদৃত হন। ১৯৪৯ ও ১৯৫২ সনে তিনি বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের (U.N.O.) অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতি হন। ১৯৪৯ সনে তিনি রুশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।]

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উঁচু ও দীর্ঘ

(১) নদী—সিন্ধুনদ।

(২) হ্রদ—উলার হ্রদ (কাশ্মীর)।

(৩) পর্ব্বত—হিমালয়।

(৪) শৃঙ্গ—মাউণ্ট এভারেষ্ট ২৯১৪০ ফিট। (সঠিক উচ্চতা সম্বন্ধে এখনও মতবিরোধ আছে। তবে উচ্চতা যে ২৯০০২ ফুট হইতে ২৯১৪০ ফুটের মধ্যে—সে-বিষয়ে কোন মতবিরোধ নাই)।

(৫) রাস্তা—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (১৫০০ মাইলের বেশী। ইহা হাওড়া হইতে আরম্ভ হইয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছে)

(৬) গম্বুজ—বিজাপুরের গম্বুজ (১৪৪ ফিট্ ব্যাস)।

(৭) স্তম্ভ – কুতুব মিনার (২৮০ ফিট)।

[কুতুব মিনারের উপরের অংশ একটি ভূ-কম্পনের সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই ভগ্ন অংশটিকে এখন ঐ মিনারের সন্নিকটে রাখা হইয়াছে। এই মিনারের উপর হইতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত নয়া-দিল্লী সহরটিকে দেখা যায়।

কলিকাতা অক্টারলনি মনুমেণ্টটিও বর্ত্তমানে কম প্রসিদ্ধ নয়। ইহার উপর হইতেও সারা সহরটিকে দেখা যায়।]

(৮) রেলপথ—নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে।

(৯) জলপ্রপাত—গারসোপ্পা জলপ্রপাত (৯৬০ ফিট উচ্চ), মহীশূর।

(১০) গেট বা দরজা—বুলান্দ দরজা (ফতেপুরসিক্রি)।

(১১) গিরিপথ—খাইবার গিরিপথ।

(১২) বাঁধ—কৃষ্ণরাজাসাগর বাঁধ (১২৪ ফিট উচ্চ)।

(১৩) গরম সহর—জাকোবাবাদ (বেলুচিস্থান, পাকিস্তান। এখানে উত্তাপ ১২৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত ওঠে)

(১৪) মসজিদ—জুম্মা মসজিদ (দিল্লী)।

(১৫) বোটানিকাল গার্ডেন—বোটানিকাল গার্ডেন, শিবপুর, হাওড়া। (এই বাগানের বিশাল বট বৃক্ষটিও ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।)

সর্ব্বাপেক্ষা বড় না হইলেও উল্লেখযোগ্য

১ লাল কেল্লা (দিল্লী)

এই লাল কেল্লায় পৃথিবী-বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনটি ছিল। এই ঐতিহাসিক সিংহাসনটি যে ঘরে ছিল, সে-ঘরটিতে সোনালী রংএর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য এবং শ্বেত পাথরের বেদী আজও দর্শককে মুগ্ধ করে। মোগল সম্রাটদের, বিশেষতঃ সাজাহানের বিলাসিতা সম্বন্ধেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা এখানে আসিলে হয়।

ভারতের স্বাধীনতাকামী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃস্থানীয় সৈন্যগণের উল্লেখযোগ্য বিচার এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার বিচারও এখানে হয়।

২। আগ্রা ফোর্ট।

এই ফোর্টটিও সাজাহানের অনেক স্মৃতিকথা বহন করিয়া চলিয়াছে। এই কেল্লার অভ্যন্তরে সাজাহান অন্তরীণ থাকাকালে নদীর ধারে একটি ঘরের দেওয়ালে লাগানো কতকগুলি মূল্যবান পাথরে প্রতিফলিত পত্নীর স্মৃতিসৌধ 'তাজমহল' দেখিয়া শান্তি পাইতেন। বর্ত্তমানে ঐ পাথরগুলির মধ্যে একটি বা দুইটি

আছে। আধ ইঞ্চির মত পাথরটির ব্যাস, কিন্তু উহারই মধ্যে মাইল দেড়েক দূরে অবস্থিত 'তাজমহল'টি পরিষ্কার প্রতিফলিত হয়। ইহা বিস্ময়কর হইলেও সত্য।

৩। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্ (কলিকাতা)।

ইহা যেন তাজমহলের অনুরূপ একটি বাড়ী। দেখিতে সুন্দর, উল্লেখযোগ্যও বটে, কিন্তু তাজমহলের সৌন্দর্য্যের শত ভাগের এক ভাগও ইহাতে প্রকাশ পায় না।

৪। পরেশনাথের মন্দির (কলিকাতা)।

স্থানীয় মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন রকমের কাঁচ, আর প্রাঙ্গণে অবস্থিত পুকুরে রং-বেরং-এর মাছ এখানকার এক বিশেষ আকর্ষণ।

দেখিবার মত উল্লেখযোগ্য মিছিল, জনসমাবেশ ও কুচকাওয়াজ

১। দুর্গোৎসব, কলিকাতা।

২। পরেশনাথের মিছিল, কলিকাতা।

৩। মহরমের মিছিল (কলিকাতা)।

৪। ঈদের নামাজ (কলিকাতা গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত);

৫। রথযাত্রা, পুরী।

৬। কুম্ভমেলা (ভারতের বিভিন্ন তীর্থে অনুষ্ঠিত)

৭। দীপালী উৎসব, বোম্বাই।

৮। দশহরা মিছিল, মহীশূর।

ভারতের ভাষা

ভারতের কথ্য ভাষাসমূহের সংখ্যা দু'শ পঁচিশ, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য :—

১। বাংলা
২। হিন্দী
৩। উর্দ্দু
৪। সিন্ধী
৫। গুজরাটী
৬। মারহাট্টী
৭। কানাড়ী
৮। তামিল
৯। তেলেগু
১০। মালয়ালি
১১। উড়িয়া
১২। অসমীয়া
১৩। গুরুমুখী

উপরের উল্লিখিত ভাষাগুলির মধ্যে প্রথম দশটিই প্রধান। আন্তর্জ্জাতিক গাণিতিক সংখ্যাসহ দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে। হিন্দী ভাষা বলে বা বুঝে—এমন লোকের সংখ্যাই ভারতে বেশী।

পাকিস্তানের ভাষা

১। বাংলা
২। উর্দ্দু
৩। সিন্ধী
৪। পাঞ্জাবী।
৫। পোস্তু

পাকিস্তানের সর্ব্বাধিক সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা বাংলা।

প্রধান প্রধান হিন্দু তীর্থ

(উল্লেখযোগ্য)

১। কাশীধাম (বারাণসী)
২। প্রয়াগ (এলাহাবাদ) } উত্তর প্রদেশ
৩। অযোধ্যা

৪। হরিদ্বার
৫। মথুরা
৬। বৃন্দাবন } উত্তর প্রদেশ
৭। কুরুক্ষেত্র—পূর্ব্ব পাঞ্জাব
৮। গয়া—বিহার
৯। পুরী—উড়িষ্যা
১০। রামেশ্বরম
১১। মাদুরা } মাদ্রাজ
১২। দ্বারকা—(কাথিওয়াড়, গুজরাট)।
১৩। কালীঘাট (কলিকাতা)।
১৪। চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড (পূর্ব্ববঙ্গ)।
১৫। কামরূপ (গৌহাটি) আসাম।

বিবিধ প্রশ্ন (ধর্ম্মসংক্রান্ত)

১। শিখ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে?
গুরু নানক (জন্ম—খৃঃ ১৪৬৯, মৃত্যু—খৃঃ ১৫৩৯)
২। শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান কোন্‌টি?
অমৃতসর (পূর্ব্ব পাঞ্জাব)
৩। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে?
গৌতম বুদ্ধ (জন্ম—খৃঃ পূঃ ৫৬৩, নির্ব্বাণ ৪৮৩ খৃঃ পূঃ
৪। বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব নাম কি ছিল?
সিদ্ধার্থ।
৫। সিদ্ধার্থের পত্নী ও পুত্রের নাম কি?
গোপা ও রাহুল।

৬। বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক কে ?
মহারাজ অশোক। (জন্ম—৩২৩ খৃঃ পূঃ)

৭। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক শ্রমণদের মধ্যে কাঁহার নাম ও যশ বেশী ?
শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের (বাঙ্গালী)।

৮। পৃথিবী-বিখ্যাত প্রাচীনকালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি ছিল ?
বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্গত 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়'। এখানে দশ হাজার ছাত্র বসবাস ও পড়াশুনা করিত। পুরাতন কাল ত দূরের কথা, আজকালও পৃথিবীর কোথাও এত বড় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

৯। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়াং চুয়াং যে সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে ওখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন কে ?
শীলভদ্র (বাঙ্গালী)।

১০। অজন্তা কোথায় ও বিখ্যাত কেন ?
হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য)। পাহাড় কাটিয়া গুহা তৈয়ারী হইয়াছে। সেই গুহার অভ্যন্তরে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৌন্দর্য্যের নিদর্শন রহিয়াছে। [অজন্তার মত ইলোরার গুহাভ্যন্তরেও প্রাচীন চিত্র ও মূর্ত্তিগুলি এক বিশেষ আকর্ষণ।]

১১। ভারতীয় সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নিদর্শন কোথায় ?
—সিন্ধু প্রদেশের (পাকিস্তান) অন্তর্গত মহেঞ্জোদারোতে।
মাটি খনন করিয়া ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এই সহরটিকে উদ্ধার করা হইয়াছে। সাড়ে চার হাজার বৎসরের পুরাতন এই সহরটি। সোজা রাস্তা ও এক রকমের বাড়ী সহরটির বিশেষত্ব। এখানে যে-সকল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলি ও সহরের

পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আমাদের ঐ পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ত্তমানের মতই শিক্ষিত ও সভ্য ছিলেন। [এই প্রসঙ্গে আরবের বোগদাদ সহরের মিউজিয়ামটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন একটি সোনার হার ও একটি ক্ষুদ্র বাক্স আছে। এইগুলিতে যে কারুকার্য্য, তাহা দেখিলে আজও আশ্চর্য্য হইতে হয়।]

১২। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে?
—শ্রীচৈতন্য (জন্ম—খৃঃ ১৪৮৫, মৃত্যু—১৫৩৩ খৃঃ)।

১৩। শ্রীচৈতন্যের বাড়ী কোথায়?
—নবদ্বীপ (বাংলা)।

১৪। শ্রীচৈতন্যের মুসলমান শিষ্য কে ছিলেন?
—যবন হরিদাস।

১৫। জৈন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে বা কাঁহারা?
—মহাবীর, তীর্থঙ্কর, পরেশনাথ প্রভৃতি চব্বিশ জন মহাপুরুষ বা অবতার।
[সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ঝাঁসি হইতে মাইল কয়েক দূরে সোনাগির নামক স্থানটি জৈনদের একটি বড় তীর্থস্থান। এই গ্রামের অদূরে একটি পাহাড়ে ছোট বড় প্রায় একশত জৈন মন্দির আছে। এখানে এমন একটি বড় শিলাখণ্ড আছে, যাহার উপরে আঘাত করিলে বাদ্যধ্বনির মত শব্দ হয়।]

১৬। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে?
—হজরত মোহম্মদ। (জন্ম—৫৭০ খৃঃ, মৃত্যু—৬৩২ খৃঃ)

১৭। হজরত মোহম্মদের জন্ম হয় কোথায়?
—আরব দেশের মক্কা নগরে।

১৮। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে ?

—যিশুখৃষ্ট। (যিশুর জন্ম তারিখ হইতেই ইংরাজী সনের আরম্ভ)।

১৯। যিশুখৃষ্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

—বেতলেহাম (প্যালেষ্টাইন), আরব।

২০। যিশুখৃষ্ট কত বৎসর বয়সে ক্রুশবিদ্ধ হন ?

—তেত্রিশ বৎসর বয়সে।

২১। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান কোন্‌টি ও কোথায় ?

—মক্কা, আরব।

২২। খৃষ্টানদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মস্থান কোথায় ?

—প্যালেষ্টাইনে।

২৩। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ইহুদী জাতির আবাসভূমি কোথায় ছিল ?

—প্যালেষ্টাইনে। [রাষ্ট্র সঙ্ঘের (U.N.O.) অনুমোদনক্রমে প্যালেষ্টাইন দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। একটি অংশ আরবদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, অপর অংশটি একটি ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার নাম ইস্‌রাইল।]

২৪। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে ইহুদীদের দান কিরূপ ?

—মানবজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডারে ইহুদীদের দান অপরিসীম। পৃথিবীর ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ইহুদীরা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা কম হইলেও তাহারা যে দেশেই গিয়াছে, সেখানেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনীতিতে বা শিল্প-বিদ্যায়, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে —এক কথায় দেশের সকল কাজে, সকল বিষয়ে তাহাদের প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে। নানা দেশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায়

থাকিলেও এমন ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত, সম্পদশালী ও বিদ্যায়-বুদ্ধিতে উন্নত সম্প্রদায় আর কোথাও নাই। মানব-প্রেমিক প্রভু যীশুখৃষ্টও একজন ইহুদী ছিলেন। ইহুদী বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। অট্টোহান বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 'এ্যাটম বোমা' আবিষ্কার করিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন। রুশ দেশের লিটভিনফের মত বহু ইহুদী জার্ম্মানী, ফ্রান্স, বিলাত ও আমেরিকায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব করিয়া পৃথিবী-বিখ্যাত হইয়াছেন। ফ্রান্সের লুই ড্রেফাস কোম্পানীর মত পৃথিবী-বিখ্যাত ইহুদী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আরও অনেক আছে।

২৫। কনফিউসিয়াস কে?

—চীন দেশের একজন দার্শনিক ও একটি নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক। তিনি বুদ্ধদেবের প্রায় সম সময়ে চীনদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রধান শিক্ষা —"সুরুচিসম্মত ভদ্রলোকের মত জীবন যাপন কর।"

২৬। শিন্তো ধর্ম্মমতের অনুগামী কাহারা?

—জাপানের অধিবাসীরা।

২৭। শিন্তো মন্দিরে কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি থাকে কি?

—না। শিন্তো মন্দির কোনও ৺মহাপুরুষের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে তৈয়ারী হয়। ধর্ম্মভীরু জাপানীদের বিশ্বাস যে, দেশসেবায় বা ধর্ম্মসেবায় প্রাণ দিলে সে মৃত্যুর পর দেবদেবীর স্তরে উন্নীত হয়।

২৮। বৌদ্ধধর্ম্ম ভগবান সম্বন্ধে কি বলে?

—ভগবান সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুই বলে না।

২৯। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী কোন দেশ কি দেবদেবী বিশ্বাস করে না বা পূজা করে না ?

—জাপানী ও চীনারা বৌদ্ধ হইয়াও বহু দেব দেবীর পূজা করে। জাপানীদের বিশ্বাস-মতে—আটশ-আট জন দেবদেবী আছেন। হিন্দুদের লক্ষ্মী জাপানে 'বেন্‌তেন্‌' নামে পরিচিতা।

৩০। রাজা সম্বন্ধে জাপানীদের মনোভাব কি ?

—জাপানীদের মতে রাজা ভগবানের পুত্র অর্থাৎ মানবরূপী ভগবান।

৩১। জাপানের রাজার উপাধি কি ?

মিকাডো।

কে কিরূপে মৃতদেহ সৎকার করে

১। হিন্দুগণ মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ করে। নির্দ্দিষ্ট বয়সের শিশু এবং সন্ন্যাসীদের কবর দেওয়া হয়।

২। কোন কোন দেশের বৌদ্ধগণ মৃতদেহ কবর দেয়, কোন কোন দেশের বা কেহ কেহ অগ্নিতে দাহও করে।

৩। মুসলমানগণ মৃতদেহ কবর দেয়।

৪। ইহুদী ও খৃষ্টানগণও মৃতদেহ কবর দেয়, তবে বর্ত্তমানে কোন কোন খ্রীষ্টান মৃতদেহ অগ্নিতে ভস্মীভূতও করে, যেমন বিলাতের কেণ্টারবুরির আর্কবিশপ মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন এবং সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহার মৃতদেহ পোড়ানোও হয়। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌-এর মৃতদেহও দাহ করা হইয়াছে।

৫। পার্শি সম্প্রদায় মৃতদেহ শকুনি পাখীকে খাইতে দেয়।

* পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা (আনুমানিক)

১৯৫০ সনে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৪০ কোটি।

১। খৃষ্টান —৮৮ কোটি ১৬ লক্ষ।

২। বৌদ্ধ, কনফিউসিয়ান ও শিন্তো ধর্ম্মাবলম্বী—৬০ কোটি ৩২ লক্ষ।
চীনদেশের যাহারা কনফিউসিয়ান ও তাও ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারাও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। জাপানের শিন্তোবাদীরাও বৌদ্ধ।

৩। হিন্দু —৩০ কোটি ১৬ লক্ষ।
পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত যাভার সংলগ্ন বলিদ্বীপ ও আরও দুই তিনটি ছোট্ট দ্বীপের সকল অধিবাসীই হিন্দু। সেখানে হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বলিয়া কিছু নাই। চারিটি মাত্র শ্রেণী, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান, খাওয়া-দাওয়া ও বিবাহ প্রচলিত আছে।

৪। মুসলমান —২৭ কোটি ৮৪ লক্ষ।

৫। ইহুদী —১ কোটি ৬০ লক্ষ।

৬। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী, পার্ব্বত্য জাতি প্রভৃতি —২৩ কোটি ৯০ লক্ষ।

অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য

১। সর্প-মন্দির, মালয়।

পেনাং সহরের উপকণ্ঠে একটি ছোট্ট গ্রামে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে সাপের কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই,

* সম্পূর্ণ সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। তবে মোটামুটি পৃথিবীর লোকসংখ্যানুপাতে শতকরা খৃষ্টান—৩৮, বৌদ্ধ, শিন্তো প্রভৃতি—২৬, হিন্দু—১৩, মুসলমান—১২।

আছে অসংখ্য জীবিত সাপ, সংখ্যায় কয়েক শ'ত বটেই। ছোট বড় সকল রকম সাপই আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়—সাপগুলি কোন দর্শককে কামড়ায় না। আরও বিস্ময়কর যে, মন্দিরের দরজা খোলা থাকিলেও ইহারা কখনও বাহির হয় না। বৎসরের দুইটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট দিনে সাপগুলি বাহির হয়, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইহারা মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। একজন চীনা পুরোহিত ধূপ-ধূনা দিয়া এই সাপগুলিকে প্রতিদিন পূজা করে।

২। মেনারে জোনবান (Moving Minaret)।

পারস্য (ইরান) দেশের 'ইস্ফাহান' নামক সহর হইতে মাইল চারেক দূরে 'গার্লাদান' গ্রামে উহা অবস্থিত। একজন মুসলমান পীরের কবরস্থানে ইঁটে তৈয়ারী একটি স্মৃতিসৌধ। দালানটির উপরে দুই পার্শ্বে দুইটি মিনারেট। যে কোন একটি মিনারেট ধরিয়া ধাক্কা বা ঝাঁকি দিলে সমগ্র দালানটি দুলিতে থাকে।

৩। জলে ভাসমান সহর (Floating City)।

(ক) চীন দেশের ক্যাণ্টন নগরীর কিছু দূরে হোকাউ (Hokow) নামক সহর। ইহাকে নৌকার সহর বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ ওখানে নৌকা ছাড়া আর কিছুই নাই। নৌকাতেই দোকানপাট, স্কুল ও বাড়ীঘর। এই সকল নৌকাবাসী লোক অনেকটা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের 'বেদে' শ্রেণীর মত। নৌকাতেই ইহারা জীবন কাটায়। চীন দেশে ইহাদের নাম 'টাঙ্কু'। সারা দেশে ইহাদের সংখ্যা দশ লক্ষের মত।

(খ) ইতালীর ভেনিস সহরের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ভেনিসকেও জলের উপর ভাসমান সহর বলিয়াই মনে হয়। ইহার ছোট বড় অধিকাংশ রাস্তা খাল। তাই এই সহরের

অভ্যন্তরে লোকের যাতায়াত হয় নৌকায় বা ষ্টিম লঞ্চে। পুরাতন হইলেও দর্শকের নিকট ইহা চির নূতন।

৪। ধ্বংসপ্রাপ্ত পম্পিয়াই নগর (ইতালী)।

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ নগরটি 'বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি'র অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হয়, শত সহস্র লোক নিহত হয়। প্রস্তররাশি সরাইয়া এই সহরটিকে উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রাচীরঘেরা এই সহরটির মধ্যে দুই একটি বাড়ী ছাড়া আর কোন বাড়ীর ছাদ নেই, কিন্তু দেওয়াল আছে। কয়েকটি মৃতদেহ এখনও সেখানে আছে। মৃতদেহের কোন ক্ষতি হয় নাই। মাংপেশী সমেত মৃতদেহ পাথরের মত শক্ত হইয়া আছে। ঐ সময়কার লোকের আচার-বিচার, রীতি-নীতি ও মনোভাব, এক কথায় তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার অনেক কিছুই এই সহরটিতে প্রকাশ রহিয়াছে।

দেশ বিদেশের কয়েকটি দ্রষ্টব্য

১। রোপ-ওয়ে-ট্রাম (কোবে, জাপান)।

শক্ত ইলেকট্রিক তারে ঝুলিয়া ট্রাম এক পাহাড় হইতে আর একটি পাহাড়ে যাতায়াত করে।

২। বিজয় তোরণ (প্যারী, ফ্রান্স)।

ইউরোপের তথা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সুন্দর সহর প্যারী মহানগরীর ইতয়েল নামক স্থানটির কেন্দ্রস্থলে ঐ বিজয় তোরণটি অবস্থিত। ইহাকে নেপোলিয়নের স্মৃতিসৌধ বলাই সঙ্গত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ইহা 'অজ্ঞাতনামা সৈনিকগণের স্মৃতিস্তম্ভ' বলিয়া পরিচিত হয়, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার অন্তর্গত সকল বিষয়-বস্তুই নেপোলিয়ন সম্বন্ধে। ঐ বিজয় তোরণের নিম্নাংশ

খোলা, চারিটি দরজা। উপরের কামরায় নেপোলিয়নের চিঠিপত্র ও অন্যান্য জিনিষ রক্ষিত আছে। তোরণের ছাদ হইতে সারা প্যারী মহানগরী দেখা যায়। নীচতলার মাঝখানে মেঝেতে নেপোলিয়নের অমর নাম লেখা রহিয়াছে একখানা প্ল্যাটের উপর। আর, এই প্ল্যাটের নীচ হইতে দিনরাত্রি সর্ব্বক্ষণ অগ্নিশিখা বাহির হয়। এই অগ্নিশিখা কখনও নাকি নির্ব্বাপিত করা হয় না।

৩। ময়ূর সিংহাসন।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসনটি এখনও পারস্য দেশে আছে।

৪। ওয়েক্‌ফিল্ড টাওয়ার (লণ্ডন)।

—বাড়ীটি পুরাতন, দেখিতে কদাকার, কিন্তু ইহারই অভ্যন্তরে একখানি ছোট ঘরে রাজবংশের বহুমূল্য রত্নসম্ভার একটি কাঁচের বাক্সে রহিয়াছে। দিল্লীতে রাজ-অভিষেকের সময়কার পঞ্চম জর্জ্জের মুকুটটি, আর সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ও বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী-এলিজাবেথের মুকুট ঐ রত্নসম্ভারগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

৫। ভারতীয় যাদুঘর (দক্ষিণ কেনসিংটন; লণ্ডন)।

এখানকার মত এমন বহুমূল্য রত্নসম্ভারের সমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোন যাদুঘরে নাই। ঐ সব বহুমূল্য জিনিষের মধ্যে একটি রাজপুত মেয়ের পোষাক রহিয়াছে। সোণার সূতায় পোষাকটি তৈয়ারী, আর ইহার মধ্যে হীরক জাতীয় বহু মূল্যবান পাথর বসানো রহিয়াছে।

৬। বোটানিকাল গার্ডেন (কিউ, লণ্ডনের উপকণ্ঠে)।

৭। নারা পার্ক (জাপান)।

—এই পার্কে কয়েক শ' ছোট বড় হরিণ আছে। পার্কের অন্তর্গত

একটি মন্দিরে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপবিষ্ট-অবস্থায় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় ৫৪ ফুট (৩৬ হাত)। ইহা তৈয়ারী হইয়াছিল ৭৬০ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ বারো শত বৎসর পূর্ব্বে।

এখানে একটি কাঠের বাড়ী আছে। বর্ত্তমানে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাঠের বাড়ী। ইহা তৈয়ারী হইয়াছিল ৭ম শতাব্দীতে।

বুদ্ধদেবের তিনটি বড় মূর্ত্তি

১। শয়নে বুদ্ধ (পেগু, ব্রহ্মদেশ)—৭২ হাত লম্বা।
২। উপবিষ্ট বুদ্ধ (নারা পার্ক, জাপান)—৩৬ হাত উচ্চ।
৩। উপবিষ্ট বুদ্ধ * (কামাকুরা, জাপান)—২৮১/৪ হাত উচ্চ এবং ব্যাস ৬৪ হাত।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কারুশিল্প চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন

১। তাজমহল (আগ্রা, ভারত)।

—এই বিরাট সৌধে কড়িকাঠ জাতীয় কোন কিছু নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে সাজাহান পত্নীর স্মৃতিসৌধ হিসাবে ইহাকে তৈয়ারী করেন। ইহা তৈয়ার করিতে ২২ হাজার শ্রমিকের ২২ বৎসর সময় (১৬৩২-১৬৫৩) লাগিয়াছিল। তিন শত বৎসরের পুরাতন হইলেও শিল্প-সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বর্ত্তমানেও ইহাই। এক কথায়, ইহা আজও 'বিস্ময়'।

---

* এই মূর্ত্তিটি ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে তৈয়ারী হইয়াছে। কারুকার্য্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

২। সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা (রোম, ইতালী ১৫শ শতাব্দী)।
—শ' পাঁচেক বৎসরের পুরাতন। বাহিরে ইহা দেখিতে কদাকার, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর একটি স্বপ্নরাজ্য বিশেষ। কারুশিল্প, চিত্রশিল্প ও ভাস্কার্য্যে ইহা অভিনব, একক ও অদ্বিতীয়।

তাজমহল ও সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা—উভয়ের তুলনামূলক বিচার করা কঠিন, তবে বোধ হয় উভয়েতেই বিভিন্ন রকম দুইটি কারুশিল্প, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য্য ও পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছে। সাধারণ চোখে—তাজমহলের পরিকল্পনা যেমন অপূর্ব্ব ও মুগ্ধকর, সেণ্ট পিটার গির্জ্জার কারুকার্য্যও তেমনই অতুলনীয়।

পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি সহর ও লোকসংখ্যা

১। লণ্ডন—৮৬,৫০,০০০
২। নিউইয়র্ক—৭৯,৮৬,০০০
৩। টোকিও—৬৫,৮১০০০
৪। কলিকাতা—২৫,৪৯,৭৯০
হাওড়া—(৪৪৩২০৭) ও
কলিকাতা সহ নিকটবর্ত্তী ৩৩টি সহরের
মোট জনসংখ্যা—৪৫৫০১১৭]
৫। বার্লিন—৪৩,০০,০০০
৬। মস্কো—৪১, ৩৭,০১৮
৭। সাংহাই—৩৫,৬৫,৪৭৬
৮। ওসাকা—৩৪,০০,০০০
৯। সিকাগো—৩৩,৭৬,৪৩৮
১০। লেনিনগ্রাড—৩২,০০,০০০
১১। প্যারী—৩০,০০,০০০

উপরে উল্লিখিত সহরগুলির মধ্যে প্যারী মহানগরী দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এই সহরে একই রকমের রাস্তা, আর রাস্তার উভয় পর্শ্বে একই ধরণের বাড়ী।

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উঁচু, দীর্ঘ ও দ্রুতগামী

পর্ব্বত— হিমালয়। (২৯০০২ ফুট। ইহার উচ্চতা যে ২৯০০২ হইতে ২৯১৪০ ফুটের মধ্যে—সে-বিষয়ে কোন মতভেদ নাই)। এই পর্ব্বতে ২৪০০০ ফুট বা ততোধিক উচ্চ শৃঙ্গের সংখ্যা ৯৩টি।)

আগ্নেয়গিরি—কোটাপাক্সি (১৯৫৮০ ফুট উচ্চ, ইকুয়েডর)।

—মাউনা লোয়া (১২৪০০ ফুট)।

টানেল—(১) বেনা নেভিস (লম্বা ১৫ মাইল)।

—(২) তান্না (লম্বা ১৩½ মাইল, জাপান)।

মরুভূমি—সাহারা (৩৫ লক্ষ বর্গ মাইল, আফ্রিকা)।

সমুদ্র—প্রশান্ত মহাসাগর (৬ কোটি ৩৮ লক্ষ ১ হাজার বর্গমাইল)।

নদী—মিসৌরী-মিসিসিপি (৪,৫০২ মাইল, আমেরিকা)।

দেশ—(সর্ব্বোচ্চ) তিব্বত—(১৪ হাজার ফুটের উপর)।

জাহাজ যাতায়াতের খাল—
১। বাল্টিক হোয়াইট সি ক্যানাল ১৫২ মাইল।
২। গোটা, ১১৫ মাইল, সুইডেন।
৩। সুয়েজ ১০৪½ মাইল, মিশর।

হ্রদ—কাস্পিয়ান হ্রদ।

দ্বীপ—গ্রীণল্যাণ্ড (৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৪০ বর্গ মাইল)।

প্রাচীর—চীনের প্রাচীর (পনেরো'শ মাইলের বেশী)।

বাড়ী—(২) সোভিয়েট প্যালেস্ (১,৩৬৫ ফুট, রাশিয়া)।

(২) এম্পায়ার ষ্ট্যাট্ বিল্ডিং (১,২৫০ ফুট, আমেরিকা)।

মূর্ত্তি—Statue of Liberty (১৫১ ফুট, আমেরিকা)।

গির্জ্জা—সেণ্ট পিটার গির্জ্জা (রোম)।

ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা (৪,৩২,০০০ পাউণ্ড ভারি)।

গম্বুজ—গোল গম্বুজ (ব্যাস ১৪৪ ফুট, বিজাপুর, ভারত)।

পার্ক—ইয়লোষ্টোন ন্যাশনাল পার্ক (৩,৩৫০ বর্গ মাইল, আমেরিকা)।

রেলওয়ে ষ্টেশন—গ্র্যাণ্ড সেনট্রাল টারমিনাল (৪৭টি প্ল্যাটফর্ম্ম, নিউইয়র্ক)।

রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম্ম—(১) সোন (ও, টি, আর, ভারত। লম্বা—২৪১৫ ফুট)।
(১) খড়্গপুর—(পশ্চিমবঙ্গ), ২৩৩০ ফুট)।

টাওয়ার—ইফেল টাওয়ার (৯৮৪ ফুট, প্যারী)।

হীরক—কুলিনান (৩১০৬ ক্যারাট)

লাইব্রেরী—ন্যাশনাল লাইব্রেরী (রাশিয়া, ৭০ লক্ষ ৯৭ হাজার বই)।
ব্রিটিশ মিউজিয়ামও পৃথিবীর একটি বড় লাইব্রেরী। ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার বই এখানে আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় না হইলেও পুরাতন বই-এর সংগ্রহ এইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাড়ীটির এক অংশে প্রাচ্য দেশসমূহের, প্রধানতঃ মিশরের কিছু ঐতিহাসিক জিনিষপত্র ও গোটা কয়েক 'মামি' সংরক্ষিত রহিয়াছে।

যুদ্ধ সংক্রান্ত যাদুঘর—ওয়ার মিউজিয়াম (টোকিও)।
এই যাদুঘরটিতে কামান, বন্দুক প্রভৃতি সমরাস্ত্র কিরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা দেখানো হয়।

খনিজসম্পদ ও মানুষের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত মিউজিয়াম } ন্যাচারেল হিষ্টরি মিউজিয়াম [লণ্ডন]।
এই মিউজিয়ামটিতে মানুষের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত ইতিহাস, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষের আকৃতি, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও সোনা, রূপা, তামা, লোহা সমন্বিত পাথর প্রভৃতি রহিয়াছে।

পোল—ওকল্যাণ্ড ব্রিজ (৪॥ মাইল লম্বা ও দোতলা, আমেরিকা)।

টেলিস্কোপ—উইলসন মানমন্দিরের কাঁচ, আমেরিকা।

জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ, (৮৫ হাজার টন, ব্রিটেন)।
বিমান—জেট চালিত বিমান (আবিষ্কারক—ব্রিটেন)।

বর্ত্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ

(ধর্ম্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত)

Pope Pius XII—জন্ম—২রা মার্চ্চ ১৮৭৬ (ইতালী)। [পূর্ব্বনাম—কার্ডিনাল ইউজেনিও পাসেল্লি। পৃথিবীর সমগ্র ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু পদে তিনি ১৯৩৯ সনের ২রা মার্চ্চ নির্ব্বাচিত হন।]

মোহম্মদ আগা খাঁ—জন্ম—১৮৭৭ (ভারত)

[মুসলমানগণের মধ্যে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের তিনি ধর্ম্মগুরু। ভারত ও বাহিরে এই সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা এক কোটির মত। পৃথিবীর ধনী জনকয়েকের মধ্যে তিনিও একজন। ১৯৩৪ খৃঃ অব্দে জাতি-সঙ্ঘের সভাপতি পদে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মালিক হিসাবেই তাঁহার নাম বেশী। তিনি একজন ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন।]

ডুইট আইসেনহাওয়ার—	আমেরিকা।
জর্জ্জি মালেনকভ—	জন্ম—১৯০০, রাশিয়া।
উইনষ্টন চার্চ্চিল—	„—১৮৭৪, ব্রিটেন।
হ্যারি ট্রুম্যান—	„—১৮৯৫, আমেরিকা।
ক্লিমেণ্ট রিচার্ড এ্যাটলি—	„—১৮৮৩, ব্রিটেন।
জওহরলাল নেহেরু—	„—১৮৮৯, ভারত।
মাও সে তুং	—চীন।

কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

(পুস্তক সংক্রান্ত)

১। হিন্দুদের ধর্ম্মপুস্তক কি কি।

—বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি।

২। গীতা সম্বন্ধে কি জান?

—গীতা মহাভারতের একটি অংশ বিশেষ। কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-যুদ্ধে অর্জ্জুনকে উদ্দেশ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অমর উপদেশবাণী দান করিয়াছিলেন, সেইগুলিই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মপুস্তকের নাম কি?

—বাইবেল।

৪। মুসলমানদের ধর্ম্মপুস্তকের নাম কি?

—কোরাণ।

৫। সম্পূর্ণ মহাভারত কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে কি?

—হাঁ, বর্তমানে সাম্যবাদী সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে রুশ ভাষায় এই গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে।

৬। মহাভারত, বাইবেল ও কোরাণের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মপুস্তক প্রথম রচিত হয়?

—মহাভারত।

৭। মহাভারত কোন্ সময়ে রচিত হয়?

—কোন্ সময়ে যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহা এখনও কেহ সঠিক বলিতে পারে না। তবে অনুমান এই যে, খৃঃ পূর্ব্ব ১৫০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে ইহা রচিত হয়।

৮। ধর্ম্মপুস্তক বাদে কোন্ বইখানা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচারিত হইয়াছে ও ঐ গ্রন্থকারের নাম কি ?

—'মেইন্ কেম্প্'। ইহার লেখক ছিলেন জার্ম্মানীর ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বময় কর্ত্তা এডল্ফ হিটলার।

৯। 'মেইন্ কেম্প্' কি ধরণের বই, আর ইহা রচিত হয় কোথায় ?

—রাজনৈতিক। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত বিখণ্ডিত জার্মানীকে একত্রিত করিয়া পৃথিবীর একটি মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার পরিকল্পনা এই বইখানির প্রধান বিষয়বস্তু। জেলে থাকাকালে হিটলার এই বইখানি লিখিয়াছিলেন।

১০। গত দশ বৎসরের মধ্যে কোন্ বইখানা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিক্রয় হইয়াছে ?

—ওয়ান্ ওয়ার্লড। বইখানার লেখক ছিলেন ওয়েণ্ডেল উইল্কি (আমেরিকা)। বৎসর খানেকের মধ্যেই ত্রিশ লক্ষের মত বই বিক্রয় হইয়াছিল।

১১। ভারতীয় কোন্ বইখানা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচারিত হইয়াছে ?

—'গীতাঞ্জলী' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

বর্ত্তমান শতাব্দীর স্মরণীয় ঘটনা

(যুদ্ধ সংক্রান্ত)

১। রুশ-জাপ যুদ্ধ (৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪)।

মাঞ্চুরিয়ায় এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম এশিয়ার একটি শক্তি (জাপান) ইউরোপীয় একটি শক্তিকে (রুশিয়া) পরাজিত করে।

২। প্রথম মহাযুদ্ধ (১লা আগষ্ট, ১৯১৪—১১ই নভেম্বর, ১৯১৮)। বড় শক্তি হিসাবে জার্ম্মানী এক পক্ষে, অপর পক্ষে ফ্রান্স, আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া, ইতালী ও জাপান। জার্ম্মানী পরাজিত হয়।

৩। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯—আগষ্ট, ১৯৪৫)। —এক পক্ষে জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান প্রভৃতি। অপর পক্ষে— ফ্রান্স, ব্রিটেন, রুশিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি। প্রথম পক্ষ চক্রশক্তি (Axis Powers) নামে পরিচিত হয়, দ্বিতীয় পক্ষ মিত্রশক্তি (Allies) নামে অভিহিত হয়। মিত্রপক্ষ জয়ী হইয়াছে, কিন্তু জার্ম্মানী পরাজিত হইলেও যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী মেধার পরিচয় দিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে আর কোথাও নাই। উড়ন্ত বোমা, এ্যাটম বোমা, চালকহীন বিমান প্রভৃতি বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ জার্ম্মানীই করিয়াছে।

হাজার হাজার মাইল দূরে চালকহীন বেলুনে বোমা পাঠানো জাপানীদেরও একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার।

আবিষ্কার

১। বেতার— ১৮৯৬—মার্কনী (ইতালী)।

বেতারের প্রথম আবিষ্কারক আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু, কিন্তু নানা কারণে ইহার প্রকাশ ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার মার্কনীর পূর্ব্বে সম্ভব হয় নাই।

২। টেলিগ্রাফ (১৮৩৫) মরস্ (আমেরিকা)

৩। টেলিফোন (১৮৭৬) গ্রেহাম বেল ”

৪।	বাষ্পচালিত এঞ্জিন	(১৭৯৩) ওয়াট	(ইংলণ্ড)
৫।	রেলের এঞ্জিন	(১৮১৪) ষ্টিফেনসন	,,
৬।	সেলাইয়ের কল	(১৮৩০) থিমনিয়ার	,,
৭।	ফটোগ্রাফী	(১৮৩৯) ড্যাগার ও ন্যাপ	,,
৮।	রেডিয়াম	(১৯০৩) ম্যাদাম কুরী	(ফ্রান্স)
৯।	প্রিন্টিং প্রেস	(১৮১০) কুনিগ	(জার্মানী)
১০।	এক্স-রে	(১৮৯৫) রন্টগেন	,,
১১।	টেলিভিশন	(১৯২৬) বেয়ার্ড	(ইংলণ্ড)

মহাবিস্ময়কর আবিষ্কার

১। পেনিসিলিন (Penicillin, ১৯৪৪)—প্রোঃ ফ্লেমিং ও ডঃ ফ্লোরি (ইংলণ্ড)।

প্রোফেসর ফ্লেমিং ঔষধটি আবিষ্কার করেন, কিন্তু ঔষধটিকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করেন শেষোক্ত ভদ্রলোক। ক্ষতজাতীয় যে কোন রোগ ও নিউমোনিয়া প্রভৃতি আরও বহু রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া ইহা পরিচিত। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

২। এ্যাটম বোমা (১৯৪৪)—অট্টোহান (জার্ম্মানী)।

ইহার মধ্যে ধ্বংসকারী মহাশক্তি বর্ত্তমান। একটিমাত্র বোমায় একটি বড় সহর ধ্বংস হইয়া যায়। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি সহর দুইটিতে দুইটি বোমা সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। ফলে উভয় সহরই মৃত নগরীতে পরিণত হয়। আবিষ্কারক এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

৩। উড়ন্ত বোমা (১৯৪৪) জার্ম্মানী।

ইহার আবিষ্কারকের নাম এখনও প্রকাশ পায় নাই। ইহার ব্যবহার হয় বিলাতের উপর ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনে। চালকহীন এই বোমাগুলি শব্দ অপেক্ষাও দ্রুত গমনশীল ছিল।

৪। বেলুন বোমা (১৯৪৫)—জাপান।

ইহার আবিষ্কারকের নাম এখনও প্রকাশ পায় নাই। একটি বেলুনে অনেকগুলি বোমা থাকিত। চালকহীন এই বেলুন হাজার কয়েক মাইল দূরে বিক্ষিপ্ত লক্ষ্যস্থলে গিয়া বোমাগুলি ফেলিত। জাপান এই বোমার ব্যবহার করে আমেরিকার উপরে।

মনে রাখিবার মত কয়েকটি ঘটনাঃ

১। ভারতীয় জাতায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন—১৮৮৫।

২। মহাত্মা গান্ধী—জন্ম—২ অক্টোবর, ১৮৬৯।
—মৃত্যু—৩০ জানুয়ারী, ১৯৪৮।

৩। শ্রীঅরবিন্দ—জন্ম—১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২।
—মৃত্যু—৫ ডিসেম্বর, ১৯৫০।

৪। বল্লভভাই প্যাটেল—জন্ম—৩১ অক্টোবর, ১৮৭৫।
—মৃত্যু—১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫০।

৫। মোহম্মদ আলী জিন্না—জন্ম—২৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৬।
মৃত্যু—১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮।

৬। সুভাষচন্দ্র বসু—জন্ম—২৩ জানুয়ারী, ১৮৯৭।

৭। পলাশীর যুদ্ধ—২৩ জুন, ১৭৫৭।

৮। ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম যুদ্ধ (সিপাহী বিদ্রোহ)
—১০ মে, ১৮৫৭।

৯। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড—১৩ এপ্রিল, ১৯১৯।

১০। ভারতের প্রথম অহিংস অসহযোগ গণ-আন্দোলন (স্বাধীনতার জন্য) ১ আগষ্ট, ১৯২০।

১১। ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন—১৩ এপ্রিল, ১৯৩০।

১২। ভারতে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান—৯ আগষ্ট, ১৯৪২।

১৩। স্বাধীনতার জন্য ভারতের সর্ব্বশেষ সশস্ত্র সংগ্রাম—১৯৪৪।
(সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে)

১৪। ভারতের স্বাধীনতা লাভ—১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭।

১৫। ভারতের প্রজাতন্ত্র ঘোষণা—২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০।

১৬। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা—৪ জুলাই, ১৭৭৬।

১৭। রুশিয়ার বিপ্লব (বলশেভিক)—অক্টোবর, ১৯১৭।

১৮। জাতি সঙ্ঘ স্থাপিত—১৫ নভেম্বর, ১৯২০।

১৯। রাষ্ট্র সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা—১৯৪৫।

২০। চীনে সাধারণতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা ও ঘোষণা
(সাম্যবাদী মাও সে তুং কর্ত্তৃক)—১ অক্টোবর, ১৯৪৯।

২১। নেপোলিয়নের জন্ম (কর্সিকা দ্বীপ, ভূমধ্যসাগর)—১৭৬৯।

২২। ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন—১৮০৪।

২৩। নেপোলিয়নের মৃত্যু—৯ই মে, ১৮২১।

২৪। হিটলারের জন্ম (ব্রাউনাউ, অষ্ট্রিয়া)—২০ এপ্রিল, ১৮৮৯।

২৫। জার্ম্মাণীর প্রেসিডেণ্ট হিটলার—আগষ্ট, ১৯৩৪।

২৬। হিটলারের রুশিয়া আক্রমণ—২২ জুন, ১৯৪১।

২৭। হিটলারের মৃত্যু—১ মে, ১৯৪৫।

২৮। মুসোলিনীর জন্ম—২৯ জুলাই, ১৮৮৩।

২৯। গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার মুসোলিনী—১৯২২।

৩০। মুসোলিনীর মৃত্যু—এপ্রিল, ১৯৪৫।

৩১। সেক্সপীয়রের জন্ম—২৩ এপ্রিল, ১৫৬৪, মৃত্যু—১৬১৬।

৩২। জর্জ্জ বার্ণার্ড শ—জন্ম—১৮৫৬, মৃত্যু—১৯৫০।

৩৩। ফরাসী বিপ্লব—১৭৮৯।

৩৪। কালিদাস—জন্ম—৪০০।

৩৫। রোঁমা রোঁলার মৃত্যু—১৯৪৪।

শ্রীরামকৃষ্ণ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় বই লিখিয়া তিনি স্বদেশবাসীর নিকট ভারতবাসী ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৩৬। রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম—১৭৭৪।

মৃত্যু—২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩।

৩৭। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম—১৮৩৩, মৃত্যু—১৮৮৬।

৩৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম—১৮২০, মৃত্যু—১৮৯১।

৩৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম—১৮৩৬

মৃত্যু—৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪।

৪০। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু—১৭ জানুয়ারী, ১৯৩৮।

৪১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম—৭ মে, ১৮৬১।

৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি—১৯১৩।

৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু—৭ আগষ্ট, ১৯৪১।

৪৪। কলিকাতা স্থাপিত (জব চার্ণক কর্তৃক)—১৬৯০।

৪৫। ভারতবর্ষে প্রথম রেল চলে (বোম্বে হইতে থানা পর্য্যন্ত)—১৮৫৩

৪৬। বাংলা বই প্রথম ছাপা হয়—১৭৭৪।

ভারতের প্রদেশ (১৯৫৫)

(গভর্ণর শাসিত)

১। পশ্চিমবঙ্গ
২। আসাম
৩। বিহার
৪। উড়িষ্যা
৫। মাদ্রাজ
৬। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার
৭। উত্তর প্রদেশ
৮। পূর্ব্ব পাঞ্জাব
৯। বোম্বাই
১০। অন্ধ্র

(কমিশনার শাসিত)

১। দিল্লী
২। আজমীর মাড়ওয়ার
৩। কুর্গ
৪। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
৫। পন্থ পিপ্লোদা
৬। হিমাচল প্রদেশ
৭। কচ্ছ
৮। বিলাসপুর (পূর্ব্ব পাঞ্জাব)
৯। ভূপাল
১০। রামপুর
১১। ত্রিপুরা
১২। মণিপুর

(দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন)

১। সৌরাষ্ট্র
২। মধ্যভারত
৩। রাজস্থান
৪। বিন্ধ্যপ্রদেশ
৫। পেপসু
৬। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন যুক্তরাজ্য

(দেশীয় রাজ্য)

১। মহীশূর
২। হায়দরাবাদ
৩। কাশ্মীর

(ইউনিয়ন ও দেশীয় রাজ্যগুলি গভর্ণর শাসিত প্রদেশের মত মর্য্যাদা লাভ করে।)

পাকিস্তানের প্রদেশ (১৯৫৪)

(গভর্ণর শাসিত)

১। পূর্ব্ব পাকিস্তান (পূর্ব্ব বাংলা)
২। পশ্চিম পাঞ্জাব
৩। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ
৪। সিন্ধু

(কমিশনার শাসিত)

১। বেলুচিস্থান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

(১৯৪৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা)

(ভারতে—২৬, পাকিস্তানে—৩)

১। কলিকাতা—১৮৫৭ (ভাইস-চ্যান্সেলার—
—ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ১৯৫৪)।

২। বিশ্বভারতী—১৯৫১ („ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৫১-৫৩)

৩। ঢাকা—১৯২০ (”—ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ১৯৫৩)।

৪। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়—১৯১৫ (ভাইস্-চ্যান্সেলার—
শ্রীঅমরনাথ ঝা, ১৯৫৪)।

৫। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়—১৯২০—(ভাইস্-চ্যান্সেলার—
জাকির হোসেন, ১৯৫১-৫৩)।

প্রথম ভারতীয়

১। নোবেল প্রাইজ পান (১৯১৩)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। গভর্ণর—লর্ড এস্ পি সিংহ।

৩। আই-সি-এস্—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। আই-সি-এস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান—অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৫। হাইকোর্টের চিফ্ জাষ্টিস—রমেশচন্দ্র মিত্র।

৬। বিলাতের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম র‍্যাংলার
—আনন্দমোহন বসু।

৭। বিলাতের হাউস্ অব লর্ডস-এর প্রথম ভারতীয় সভ্য —লর্ড এস্ পি সিংহ

বর্ত্তমান হাউস্ অব লর্ডস-এর ভারতীয় সভ্য —লর্ড সুধীন্দ্র সিংহ।

৯। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নারী সভাপতি ও স্বাধীন ভারতের প্রথম নারী গভর্ণর ছিলেন } —সরোজিনী নাইডু (বাঙ্গালী)

১০। মাউণ্ট এভারেষ্ট আবিষ্কার করেন—রাধানাথ শিকদার।

১১। ১৯৪৬ সনে জাপানী যুদ্ধাপরাধিগণের বিচারের জন্য যে আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় গঠিত হইয়াছিল, উহার অন্যতম (একমাত্র ভারতীয়) বিচারক ছিলেন—ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

মহাসাগর

	আয়তন (বর্গমাইল)	গভীরতা
১। প্রশান্ত	—৬ কোটি ৩৮ লক্ষ ১ হাজার	—৩৫৪০০ ফুট (পৌনে সাত মাইলের মত)
২। এ্যাটলাণ্টিক	—৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার	—৩০২৪৬ ফুট (পৌনে ছয় মাইলের মত)
৩। ভারত	—২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫৬ হাজার	—২২৯৬০ ফুট (সোয়া চার মাইলের বেশী)

পৃথিবীর জনসংখ্যা (আনুমানিক, ১৯৫৩)

	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
১। পৃথিবী	৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার	—* ২৪০ কোটি।
২। এশিয়া	১ কোটি ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার	—১১৫ কোটি ৫০ লক্ষ
। আফ্রিকা	১ কোটি ১৬ লক্ষ ৯৯ হাজার	—১৫ কোটি ৮০ লক্ষ।
। রুশদেশ	৩৮ লক্ষ ৩৭ হাজার	—১৭ কোটি ২০ লক্ষ।
৫। যুক্তরাষ্ট্র আলাস্কা, হাওয়াই সমেত	৩৬ লক্ষ ৭৪ হাজার -	১৫ কোটি ৬২ লক্ষ।

* রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্ব্বশেষ হিসাব অনুযায়ী

বৃক্ষের বয়স

ইউরোপে

১।	দেবদারু	—৩০০০	বৎসর পর্য্যন্ত
২।	ওকগাছ	—১৫০০	” ”
৩।	পাইন	—১০০০	” ”
৪।	ম্যাপল	—৬০০	” ”
৫।	বীচ	—২৪৫	” ”
৬।	এ্যাসপেন	—২১০	” ”
৭।	বার্চ	—২০০	” ”
৮।	এল্‌ম	—১৬৭	” ”

বিভিন্ন প্রকারের কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

১। গাছপালা কি খায় ও কেমন করিয়া ?

—মাটি হইতে শিকড়ের সাহায্যে জলীয় খাদ্য সংগ্রহ করে।

২। গাছপালা প্রশ্বাস নেয় কেমন করিয়া ?

—পাতার মধ্যে যে সকল সরু শিরার মত রহিয়াছে, সেগুলির সাহায্যে বাতাস টানিয়া নেয়।

৩। আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে গাছপালা কিরূপে সাহায্য করে ?

—গাছপালা না থাকিলে আমরা আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম কিনা, তাহা বলা কঠিন, তবে আমরা যে বাঁচিয়া আছি, সেজন্য বহু বিষয়ে গাছপালার নিকট আমরা ঋণী। বিশেষতঃ যে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, তাহার মূলে রহিয়াছে গাছপালা, অর্থাৎ আমরা যে দোষযুক্ত হাওয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে ছাড়ি, তাহা গাছপালা প্রশ্বাসের

সঙ্গে গ্রহণ করিয়া দোষমুক্ত করিয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাড়ে এবং আমরা সেই বিশুদ্ধ হাওয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি।

৪। বরফ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পাখীর নাম কি?

—পেনগুইন।

বরফের মত শাদা। জোড় পায়ে ছোট ছোট লাফ দিয়া চলে, দেখিতে বড় সুন্দর।

৫। কোন মাছ কি উড়িতে পারে?

—হাঁ, তবে পাখীর মত উড়িতে পারে না। সমুদ্রের মধ্যে কোন কোন জায়গায় এই মাছ থাকে। দেখিতে খুব ছোট, দলবদ্ধভাবে থাকে। জাহাজের শব্দ বা জলের আঘাত পাইলে এই মাছ দলবদ্ধভাবে জলের খানিকটা উপর দিয়া উড়িয়া অন্যত্র যায়, তবে একবারে বেশী দূর যায় না।

৬। লিপ্ ইয়ার কতদিনে হয়?

—৩৬৬ দিনে।

৭। কোন্ বৎসর লিপ্ ইয়ার কি করিয়া জানা যায়?

—৪ দিয়া ভাগ করিলে যে সনের কোন অবশিষ্ট থাকে না, সাধারণতঃ সেই সনটিই লিপ্ ইয়ার। তবে পূর্ণ শত বৎসরের বেলায় (যেমন ১৬শ', ২০শ', ২৪শ', ইত্যাদি) শতকের অঙ্কটিও ৪ দিয়া ভাগ করিলে মেলা চাই।

৮। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সভ্য কে কে ছিলেন?

—কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বরাহমিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ ও ধন্বন্তরি।

জান কি ? (১৯৫৪)

১।	পৃথিবীতে	গড়ে	এক বর্গমাইলে	বাস করে	৬৯ জন
	ভারতে (কাশ্মীর সমেত)		”	”	২৯৬ ”
	ভারতে (কাশ্মীর বাদে)		”	”	৩১৩ ”
	পাকিস্তানে	”	”	”	২১০ ”
	পশ্চিমবঙ্গে	”	”	”	৮৩৯ ”
	পূর্ব্ব পাকিস্তানে	”	”	”	৭৭৯ ”
	ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে	”	”	”	১০১২ ”
	ব্রিটেনে (উত্তর আয়র্লণ্ড সমেত)		”	”	৫০৪ ”
	জাপানে	”	”	”	৫৭৯ ”
	জার্ম্মানীতে	”	”	”	৫০৬ ”
	ফ্রান্সে	”	”	”	১৯৩ ”
	চীনে	”	”	”	১২৩ ”
	ইতালীতে	”	”	”	৩৯৭ ”
	ব্রাজিলে	”	”	”	১৫ ”
	যুক্তরাষ্ট্রে	”	”	”	৫০ ”
	রুশদেশে	”	”	”	২৩ ”
	অষ্ট্রেলিয়ায়	”	”	”	৪ ”

২।	ভারতে	১ জন	ডাক্তার	আছে	৬ হাজার	লোকের	জন্য।	
	বিলাতে	”	”	”	১ ”	”	”	
	যুক্তরাষ্ট্রে	”	”	”	৮ শত	”	”	
	রুশদেশে	”	”	”	৬ শত	”	”	
৩।	ভারতবর্ষে	১ জন	নার্স	আছে	৪৩ হাজার	লোকের	জন্য !	
	বিলাতে	”	”	”	৩ শত	”	”	

৪। ভারতে ১ জন ধাই আছে ৬০ হাজার লোকের জন্য।
বিলাতে " " " ৬৮০ জন " "

৫। ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল—শতকরা ৭০ জন।
যুক্তরাষ্ট্রে " " — " ২২ "
বিলাতে " " — " ৮ "

৬। ভারতে রিক্সাচালক — ৫০ হাজার

৭। ভারতে প্রথম সিনেমা—১৯০৭ সনে (কলিকাতায়)

৮। ডেড্ সি (মরুসাগর)—এই সাগরে জীবিত মাছ বা জীবন্ত অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

৯। আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায়, তাহাতে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। এই নাইট্রোজেন বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যখন জমিতে পড়ে, তখন জমি তাহা হইতে প্রচুর উর্ব্বরা শক্তি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক-গণের মতে—পৃথিবীতে সারা বৎসরে যে বিদ্যুৎ চমকায়, তাহাতে মোট প্রায় দশ কোটি টন নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়।

জীব-জন্তু

প্রশ্ন ও উত্তর

১। পাখীর মধ্যে (ভারতীয়) কোন্ পাখী দেখিতে বেশী সুন্দর ?
—ময়ূর।

২। ময়ূর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় বেশী ?
—সংযুক্ত (উত্তর) প্রদেশের অন্তর্গত আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি জায়গায়।

৩। ময়ূরের পেছনে কয়টি পালক থাকে ?
—আঠারোটি।

৪। কোন্ ময়ূরের পেছনে কোন পালক থাকে না ?

—স্ত্রী ময়ূরের।

৫। কোন্ কোন্ জীব অধিকাংশ সময় না খাইয়াও অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে ?

—কচ্ছপ, সাপ, ব্যাঙ, শূকর প্রভৃতি।

ক। প্যারী সহরের চিড়িয়াখানায় একটি সাপ চারি বৎসর কিছু না খাইয়া জীবিত ছিল।

খ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটি শামুক আড়াই বৎসর অনশন করিয়া জীবিত ছিল।

গ। কোলা-ব্যাঙ এক বৎসর পর্য্যন্ত না খাইয়া থাকিতে পারে।

ঘ। 'হেজহগ' নামক এক জাতীয় শূকরও পাঁচ-ছয় মাস না খাইয়া থাকে। অনশনের সময়ে ঐ সকল জীবজন্তু শরীরে জমানো অতিরিক্ত ফ্যাট হইতে জীবনীশক্তি আহরণ করে।

৬। কচ্ছপ কত বৎসর বাঁচে ?

—সঠিক বলা যায় না, তবে অনুমান—কম-বেশী ৩০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

৭। উভয় বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কচ্ছপ কোথায় আছে ?

—চট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠে কয়েক শতাব্দীর পুরাতন একটি পুকুরে। সেখানে পুরাতন অনেক কচ্ছপ আছে। সিঁড়ি বাহিয়া জলের ধারে গেলেই কচ্ছপগুলি নিকটে আসে। কচ্ছপগুলির বয়স ২০০ বৎসরের মত—এইরূপ অনুমানই স্থানীয় লোকেরা করে।

বড় ও প্রাচীন অসংখ্য কচ্ছপ সংযুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত অযোধ্যা সহরের নিকটবর্ত্তী নদীতেও দেখা যায়।

৮। শ্বেতবর্ণের বানর কোথাও আছে কি ?

—শাদা বানর কোথাও দেখা যায় না, তবে একটিমাত্র শাদা বানর যাভার প্রধান বন্দর সুরবায়া সহরের চিড়িয়াখানায় আছে।

৯। শ্বেতবর্ণের হাতী কোথাও দেখা যায় কি ?

—ক্বচিৎ কোথাও দেখা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে একটি দেখা গিয়াছিল।

১০। কোন্ জন্তু নিজের সন্তানকে খায় বা মারিয়া ফেলে ?

—গিনিপিগ, ইঁদুর, বিড়াল ও অন্যান্য আরও কয়েকটি জীব (স্ত্রী) নিজের সন্তানকে খাইয়া ফেলে। পুরুষ বানর, বিড়াল প্রভৃতিও সন্তানকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে।

১১। কোন্ সামুদ্রিক জীব পশ্চাৎ দিকে সাঁতার দেয় ?

—অক্টোপাস।

১২। সামুদ্রিক প্রাণী যেখানে রাখা হয়, তাহাকে ইংরাজীতে কি বলে ?

—একোয়ারিয়াম। আমাদের দেশে শুধু মাদ্রাজ সহরে এই একোয়ারিয়াম ছিল, কিন্তু বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই একোয়ারিয়ামের প্রাণীগুলিকে মারিয়া ফেলা হয়।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে আর একোয়ারিয়াম আছে—টোকিও (জাপান) ও ম্যানিলায় (ফিলিপাইন)।

কলিকাতার মধ্যাহ্ন ১২ টায় (Standard Time) কোন্ দেশে কত সময় ?

			ঘঃ—মিঃ	
১।	কলিকাতা	—	১২—০	(মধ্যাহ্ন)।
২।	লণ্ডন	—	৬—৭	(সকাল)।
৩।	প্যারী	—	৬—৭	”
৪।	বার্লিন	—	৭—৭	”
৫।	রোম	—	৭—৭	”
৬।	এথেন্স	—	৮—৭	”
৭।	মস্কো	—	৯—৭	(সকাল)।
৮।	টোকিও	—	৩—৭	(অপরাহ্ণ)।
৯।	সিডনি	—	৪—৭	”
১০	নিউ ইয়র্ক	—	১—৭	(রাত্রি)

পশু পক্ষীর আয়ু

হাতী	—	১০০—২০০	বৎসর পর্য্যন্ত
কাক	—	১০০	” ”
শকুন	—	১০০	” ”
টিয়াপাখী	—	১০০	” ”
ভল্লুক	—	২০—৩৫	” ”
ঘোড়া	—	১৫—৩৫	” ”
বাঘ	—	১৫—২০	” ”
সিংহ	—	১২—২৫	” ”
খরগোস	—	৭—১২	” ”
ব্যাঙ	—	৫—১০	” ”
গিনিপিগ	—	৫—৭	” ”

নানা প্রসঙ্গ

১। আমাদের দেশ হইতে ইউরোপে স্থলপথে কোন্ দিক দিয়া যাইতে হয়?

—যাইতে হয় বেলুচিস্থান হইয়া পারস্যের (ইরান) তেহেরানে, তেহেরান হইতে ইরাকের বোগদাদ সহরে। বোগদাদ হইতে ট্রেণে মস্থল হইয়া তুরস্কের আঙ্কারা, তারপর হায়দরপাশা। হায়দরপাশা আর ইস্তানবুল—পৃথিবী বিখ্যাত দার্দ্দানেলিস জলপথের উভয় তীরে অবস্থিত, লঞ্চে মাত্র মিনিট পনেরোর পথ। ইস্তানবুল হইতে ট্রেণে কন্টিনেন্টের (ইউরোপ) যে কোন সহরে যাওয়া যায়।

২। কলিকাতা হইতে জাপান যাইতে স্থলপথে কতদূর যাওয়া যায়?

—কলিকাতা হইতে আসামের মণিপুর রোড হইয়া বর্ম্মা। বর্ম্মা হইতে নূতন রেলপথে শ্যাম, তারপর শ্যাম হইতে চীন, মাঞ্চুরিয়া হইয়া কোরিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত ফুসান পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ফুসান হইতে জাপান—জলপথে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ।

৩। কোন্ কোন্ দেশের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা ও ধর্ম্মগুরু একজন?

—(১) তিব্বত ও (২) রোমের অন্তর্গত ভ্যাটিকান সহরের। নামে ভ্যাটিক্যান সহর হইলেও ইহা কোন সহর নয়। রোমের অভ্যন্তরে সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জা, পোপের প্রাসাদ প্রভৃতি দুই-একখানি বাড়ী লইয়া গঠিত এই সহরটি। এই অংশে বাড়ী যে কয়খানাই থাকুক, আর যে কয়জন প্রজাই এখানে বাস করুক, এই অংশটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করে। পোপ ইহার শাসনকর্ত্তা।

ধর্ম্মগুরু দালাই লামা তিব্বতের শাসনকর্ত্তা। (তিব্বত এখন চীনের অধীন বা আশ্রিত রাজ্য)।

৪। ভারতে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন কোথায় চলে?

—বোম্বাই ও মাদ্রাজে।

৫। আমাদের দেশে কোন্ সহরের ট্রাম সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ?

—কলিকাতার।

৬। ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা (ইংরাজী) কোন্‌টি ও কাহারা ইহার পরিচালক ?

—'মডার্ণ রিভিউ', বাঙ্গালী।

৭। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিষয় ও ভাষা শিক্ষা দান করে আমাদের দেশের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় ?

—আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতের শ্রমিক সংখ্যা

মোট—১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৫৫ (১৯৪৮)

পশ্চিমবঙ্গ—	৪ লক্ষ	৮৯	হাজার	৫	শত
বোম্বাই—	৫ ,,	৩৫	,,	৯	,,
মাদ্রাজ—	১ ,,	৫৮	,,	৫	,,
উত্তরপ্রদেশ-	১ ,,	৫০	,,	৬	,,

কার্পাস শিল্প—৬ লক্ষ ৭৯ হাজার

পাট—৩ লক্ষ ১৯ হাজার

ধাতব দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ—১ লক্ষ ২২ হাজার

চিনি—৮২ হাজার

লৌহ-ইস্পাত—৬১ হাজার।

উদ্ভিজ্জ তৈল—৪৭ হাজার ৭ শত

চাল কল—৪৪ হাজার ৭ শত

রাসায়নিক দ্রব্যাদি—২৫ হাজার ৭ শত

এ্যালুমিনিয়াম-তামা—২২ হাজার

কাঁচ ও কাঁচ দ্রব্য—২১ হাজার ৩ শত

কাগজ, বোর্ড—১৮ হাজার

পশম—১৪ হাজার ৬ শত

মাউণ্ট এভারেষ্ট বিজয়

১। ১৯৫৩ সনের ২৯শে মে সকাল ১১টায় হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্টে আরোহন করেন—

(১) শের্পা তেনজিং নোর্‌কে।

(জাতিতে নেপালী, বর্ত্তমানে তিনি ভারতের নাগরিক ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দার্জ্জিলিং-এর অধিবাসী)

ও

(২) ই-পি-হিল্লারী (ব্রিটিশ প্রজা, নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী)। যে হিমালয়-অভিযাত্রী-বাহিনীর অন্তর্গত থাকিয়া ঐ দুইজন এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেই অভিযাত্রী বাহিনীর নেতা ছিলেন ইংলণ্ডের অধিবাসী কর্ণেল জন হাণ্ট।

ভারতের শাসনতন্ত্র

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রির পর ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুইটি স্বাধীন রাজ্যের রূপ গ্রহণ করিল। একটির নাম হইল পাকিস্তান, অপরটির নাম হইল ভারত বা ইণ্ডিয়া। তৎপর স্বাধীন ভারত কি ভাবে শাসিত হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য একটি সর্ব্ব-ভারতীয় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের সহায়তায় সীমাবদ্ধ নির্ব্বাচন দ্বারা গড়িয়া উঠিল। ইংরাজীতে তাহার নাম হইল কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্ব্লি। ঐ প্রতিষ্ঠান অনেক দিন আলোচনার পর লিখিত যে "শাসনতন্ত্র" ঘোষণা করিল, উহাই স্বাধীন ভারতের প্রথম এবং নূতন শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত এক **"স্বাধীন সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র"** বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতের জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ দ্বারাই দেশ শাসিত হইবে। ফলে বর্ত্তমানে জনগণই **ভারত সরকারের** সকল ক্ষমতার উৎস।

সুষ্ঠুভাবে যাহাতে দেশ শাসিত হইতে পারে, তজ্জন্য জনগণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নির্ব্বাচন দ্বারা সারা ভারতের জন্য—

(১) একজন **প্রেসিডেণ্ট** পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

(২) একজন **ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট** পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

(৩) সর্ব্ব ভারতের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা একটি **পার্লামেণ্ট** গঠিত হইবে। **পার্লামেণ্টের দুইটি পরিষদ** থাকিবে। নিম্ন পরিষদকে বলা হইবে **"হাউস্ অব্ দি পিপ্‌ল্"** (লোক সভা), উচ্চ পরিষদকে বলা হইবে **"কাউন্সিল অব স্ট্যাট্‌স্"**।

(৪) প্রত্যেক প্রদেশ ও রাজ্যসমূহে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত আইন সভা থাকিবে। ছোট প্রদেশে বা রাজ্যে একটি করিয়া আইন-সভা থাকিবে, আর বড় বড় কয়েকটি প্রদেশে (বাংলা, বিহার উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব) দুইটি করিয়া সভা থাকিবে। নিম্ন সভাকে **লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লি** (রাজ্য পরিষদ) বলা হইবে। উচ্চ পরিষদকে বলা হইবে **লেজিসলেটিভ কাউন্সিল**।

(৫) কেন্দ্রীয় "লোক-সভা" ও রাজ্য সমূহের "রাজ্য-পরিষদ" গুলির কার্য্যকাল সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর করিয়া চলিবে। ঐ সকলগুলিই ২১ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি (ভারতীয় নাগরিক) দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি [রাজ্য-পরিষদের জন্য—গড়ে প্রত্যেক পঁচাত্তর হাজার লোকের একজন প্রতিনিধি (২৫ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক), আর লোক-সভার জন্য—গড়ে প্রত্যেক ৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের একজন প্রতিনিধি (২৫ বা তদূর্দ্ধ) নির্ব্বাচিত হইবে] দ্বারা গঠিত হইবে। রাজ্যে এই এসেম্ব্লি ও কেন্দ্রে ঐ হাউস্-অব্-দি পিপল্ রাজ্য ও দেশ শাসনের নিমিত্ত সংখ্যাধিক্য দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন। মন্ত্রীসভার গঠন, পদত্যাগ বা কার্য্যকাল সকলই সংখ্যাধিক্যের সদস্যগণের উপর নির্ভর করিবে।

(৬) রাজ্য বা কেন্দ্রের ঐ কাউন্সিলের কোন কার্য্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কারণ নিয়ম রহিয়াছে যে কাউন্সিলের সদস্যগণের এক তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবেন।

(৭) রাজ্য-পরিষদ বা রাজ্যসভা আইন প্রণয়ণ করিবে নিজ নিজ প্রদেশ বা রাজ্যের জন্য।

(৮) পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ণ করিবে সমগ্র দেশের জন্য।

(এইজন্য কে কোন্ ধরণের আইন প্রণয়ণ করিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে)।

(৯) রাজ্য শাসনের খরচ চালানোর জন্য নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি রাজস্ব আদায়ের অধিকার রাজ্য গভর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের খরচের জন্যও ভারতের সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি রাজস্ব আদায়ের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের রহিয়াছে।

(১০) রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে রাজস্ব বা আইন-ঘটিত কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহার বিচার করিবে ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রিম কোর্ট)। নাগরিকগণের অধিকার-সংক্রান্ত বিচারের ভারও সুপ্রিম কোর্টের উপর। এক কথায়, সুপ্রিম কোর্ট সকল রকম বিচারের আপিল-আদালত। এই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ প্রেসিডেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত বা পদচ্যুত হইলেও তাঁহাদের রায়ের পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্ট বা পার্লামেণ্ট কাহারও নাই।

(১১) সৈন্য বিভাগ (ডিফেন্স), **চলাচল ও সংবাদ আদান প্রদান বিভাগ** (কমিউনিকেশন) এবং **বৈদেশিক বিভাগ** (ফোরেন এ্যাফেয়ার্স) এর উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য সরকারের নয়। এইরূপ কতকগুলি সর্ব্বভারতীয় চাকুরীতে (যেমন **আই-পি-এস, আই-এ-এস**) নিয়োগ ও পদচ্যুত কেন্দ্রীয় সরকার করিবে, কোন রাজ্য সরকার নয়। এইভাবে দেশ শাসনের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে।

ঐরূপ ৯৭টি বিষয় কেন্দ্রের জন্য, আর রাজ্যের জন্য ৬৬টি বিষয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তাহা ছাড়া উভয়ের জন্য একটি যুক্ত তালিকায় আছে ৪৭টি বিষয়।

প্রেসিডেন্টের নির্ব্বাচন, ক্ষমতা ও পদচ্যুতি

১। ৩৫ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক যে কোন ভারতীয় প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন (যদি না তিনি ভারতের কোনও সরকার বা সরকারের অধীন বা সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের লাভজনক পদে আসীন থাকেন বা যদি না তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক বা চুরি ডাকাতি ও অনুরূপ কোন অভিযোগে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকেন)।

(২) লোক-সভা ও ভারতের সকল রাজ্য-পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ ভোটাধিক্যে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিবেন। তাঁহার মাহিনা ও ভাতা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ণের ভার পার্লামেণ্টের উপর।

(৩) প্রেসিডেণ্ট প্রয়োজনবোধে শাসনতান্ত্রিক প্রায় সকল ক্ষমতাই হস্তগত করিতে পারেন। রাজপ্রমুখ, গভর্ণর, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট প্রভৃতির বিচারক, বিদেশে ভারতীয় দূত নিয়োগ ও পদচ্যুত করিবার সকল ক্ষমতা তাঁহার আছে। মৃত্যুদণ্ড রহিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে।

পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার ও নূতন নির্ব্বাচন ঘোষণা বা স্থগিত রাখিবার সকল ক্ষমতা তাঁহার আছে। সৈন্যবাহিনীও তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন, অর্থাৎ দেশ শাসনের সকল ক্ষমতাই তাঁহার হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে।

(৪) প্রেসিডেণ্টকে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অভিযোগে পদচ্যুত করিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে পার্লামেণ্টের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বলিত কোন প্রস্তাব পাশ করেন, তবেই সেইদিন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে প্রেসিডেণ্ট পদচ্যুত হইবেন।

ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট

(১) পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের এক যুক্ত সভায় ভোটাধিক্যে ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন।

(২) তিনি পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদের বা কাউন্সিল অব্ ষ্টাট্স্-এর সভাপতি হইবেন।

(৩) প্রেসিডেণ্টের অনুপস্থিতি-কালে (যে কারণেই হউক) তিনিই প্রেসিডেণ্টের কার্য্য পরিচালনা করিবেন ও প্রেসিডেণ্টের সম্মান ও সুযোগাদি প্রাপ্ত হইবেন।

(৪) তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে কাউন্সিল অব ষ্টাট্স্ তাঁহার প্রতি একটি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সাধারণ ভোটাধিক্যে পাশ করিবে এবং সেই প্রস্তাবে লোক-সভাকেও সাধারণ ভোটাধিক্যে সম্মতি দিতে হইবে।

(৫) ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট পদ-প্রার্থীকেও প্রেসিডেণ্ট-পদপ্রার্থীর অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

মাসিক মাহিনা

১। প্রেসিডেণ্ট—১০,০০০৲+ভাতা+বিনা ভাড়ায় বাড়ী।

২। গভর্ণর—৫,৫০০৲+ভাতা+বিনা ভাড়ায় বাড়ী।

৩। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি—৫,০০০+বিনা ভাড়ায় বাড়ী।

৪। সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি—৪০০০৲+বিনা ভাড়ায় বাড়ী।

৫। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি—৪০০০৲।

৬। হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতি—৩৫০০৲।

৭। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল—৪০০০৲

নাগরিকের অধিকার

শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত যে কয়টি অধিকার ভারতীয় নাগরিককে দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিলোপ বা সঙ্কুচিত করিবার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্ট বা পার্লামেণ্ট কাহারও নাই।

(১) **ন্যায় বিচার**—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

(২) **স্বাধীনতা**—চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, যে কোন মতবাদ পোষণের স্বাধীনতা, ধর্ম্মমত ও পূজার্চ্চনার স্বাধীনতা।

(৩) **সাম্য**—সকলের সমান মর্য্যাদা ও সমান অধিকার।

উপরের ঐ তিনটিই শাসনতন্ত্রের মূল আদর্শ। অপরের অধিকারকে সঙ্কুচিত বা খর্ব্ব না করিয়া, দেশ ও সমাজের শান্তি বিঘ্নিত না করিয়া নিজের উহা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রত্যেকের আছে। যদি এই বিষয়ে কোন সংশয় বা ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তবে তাহার বিচারের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে সুপ্রিম কোর্টের উপর।

(শাসনতন্ত্রে উপধারা বাদে সর্ব্বমোট ৩৯৫টি প্রধান ধারা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে)।

মনে রাখা প্রয়োজন—আদর্শ যতই উচ্চ হউক, আর শাসনতন্ত্র যতই নিখুঁত হউক, রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষতঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল নীচতা, শঠতা পরিত্যাগ করিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিরার ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ না করিলে কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইতে পারে না বা দেশে কোন নূতন যুগের অভ্যুদয়ও সম্ভবপর নয়।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

শাসনতন্ত্রের কোন সংশোধন করিতে হইলে, পার্লামেণ্টের উভয় সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা বা উভয় সভার মোট সদস্য সংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী দ্বারা সংশোধন সম্বলিত প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে। সেই গৃহীত প্রস্তাবে প্রেসিডেণ্ট সম্মতি দান করিলেই শাসনতন্ত্র সংশোধিত হইবে।

১৯৫৫ সনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১। হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার (সরকারী ঘোষণা)। এই বোমা প্রথম আবিষ্কার করে রুশিয়া, তারপর আমেরিকা। এই বোমার ধ্বংসকারী ক্ষমতা কল্পনাতীত। গুটি কয়েক বোমাতেই পৃথিবীর সমগ্র প্রাণী জগৎ ধ্বংস হইতে পারে।

এই বোমা ফাটাইবার জন্য একটি ছোট এ্যাটম (আনবিক) বোমার প্রয়োজন হয়।

২। আনবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে না লাগাইয়া মানব কল্যাণে ব্যবহার করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক আনবিক সংস্থা স্থাপন।

৩। জেনিভা-বৈঠক—

(আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—এই চারিটি রাষ্ট্রের প্রধানগণ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া জুলাই মাসে জেনিভায় মিলিত হইয়া যে সভানুষ্ঠান করেন, সেই সভানুষ্ঠানকে সংক্ষেপে 'জেনিভা বৈঠক' বলা হয়।)

৪। মার্শাল বুলগানিন (প্রধান মন্ত্রী) ও নিকিতা ক্রুশেভের (কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক) নেতৃত্বে রুশদেশে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন।

৫। পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশ লইয়া একটি প্রদেশ গঠন।

৬। ভারত সরকার নিযুক্ত সীমানা-কমিশনের সুপারিশ। এই সুপারিশে কতকগুলি নূতন প্রদেশ গঠন, কয়েকটির অবলুপ্তি, কয়েকটি প্রদেশের আয়তন সঙ্কুচিত ও বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব আছে।

=Author's Other Works=

1.	প্রবাসে (৩য় সংস্করণ) ...	৩৲
2.	ইউরোপে (২য় সংস্করণ) ...	২॥০
3.	ইউরোপ ভ্রমণ (২য় সংস্করণ) ...	২৲
4.	সাইকেলে পশ্চিম এশিয়ায় (২য় সংস্করণ) ...	২॥০
5.	বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজ (২য় সংস্করণ) ...	২।০
6.	সাইকেলে বল্কান ভ্রমণ ...	৩৲
7.	উদ্দাম যৌবনে (২য় সংস্করণ) উপন্যাস ...	২৲
8.	মানুষ-না-জানোয়ার ...	১৲
9.	জ্ঞানের কথা (৯ম সংস্করণ) ...	১৲
10.	জগতের বিস্ময় যাঁরা (৪র্থ সংস্করণ) ...	১।০
11.	ছোটদের রামায়ণ (৯ম সংস্করণ) ...	৸০
12.	ছোটদের মহাভারত (৯ম সংস্করণ) ...	৸০
13.	প্রথম পড়া (৫ম সংস্করণ) ...	॥০
14	ভক্তের ভগবান (৩য় সংস্করণ) ...	৸০
51.	প্রাথমিক ভূগোল ও বিজ্ঞান ...	১।০
16.	বাল্ রামায়ণ (হিন্দী) ...	৸০
17.	সাহিত্য মালা ...	১৲
18.	সাহিত্য রত্ন ...	১।০
19.	A Model Book of Translation & Compsition (2nd Edn.) ...	৸০
20.	My Travels in the East (4th Edn.) ...	২॥০
21.	My Impressions of the West (2nd End.)...	২॥০
22.	Across the Near East (2nd Edn) ...	২৲
23.	Axis Vs. Allies (2nd Edn.) ...	॥৵০
24.	Women & Society in Foreing Countries...	২৲
25.	A Model Book of English Grammar ...	৸০
26.	First Reader ...	৸০
27.	Our Happy Reader ...	১৵০
28.	Our National Reader ...	১।০